জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষক সহায়িকারূপে নির্ধারিত

খ্রীষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

দ্বিতীয় শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

শিক্ষক সহায়িকা

রচনা

সিস্টার মেরী দীপ্তি এসএমআরএ
রেভা. ড. ডেনিস মধুসূদন দাস
রেভা. ডেভিড অনিরুদ্ধ দাশ
মোঃ ওয়াজকুরনী

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

ছবি ও অলংকরণ
আরিফুল ইসলাম

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
মো. রেদওয়ানুর রহমান

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

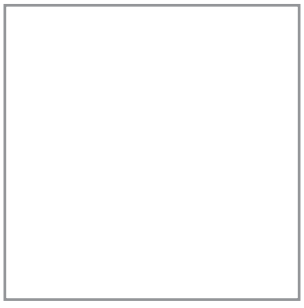

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড' এর একটি নিয়মিত ও ধারাবাহিক কার্যক্রম। 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১০' প্রণীত হওয়ার পর সর্বশেষ ২০১২ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়। যুগের বিবর্তনে পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সঙ্গে সংগতি রেখে এই শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জনের উদ্যোগ গৃহিত হয়। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের উন্নত দেশে পদার্পনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে একটি নিরাপদ, উন্নত ও উদ্ভাবনী দেশের মর্যাদায় পৌঁছাতে সক্ষম এমন একটি প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এই শিক্ষাক্রমের অভিযাত্রা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে একটি অভিন্ন কাঠামোতে যোগ্যতাভিত্তিক এই শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ প্রাথমিক স্তর- এর আলোকে শিখন-শেখানো কার্যক্রম, সক্রিয় শিখন ও অভিজ্ঞতা ভিত্তিক করার লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু অধিকতর বাস্তবায়নযোগ্য করার লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে 'শিক্ষক সহায়িকা' প্রণয়ন করা হয়েছে। এ শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে দেশীয় প্রেক্ষাপটে প্রয়োগযোগ্য আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে।

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা প্রাথমিক স্তরের একটি আবশ্যকীয় বিষয়। দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক 'খ্রীষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা' বিষয়ক পাঠ্যপুস্তকের ভিত্তিতে রচিত এই শিক্ষক সহায়িকাটি এরই অংশ। এতে নির্ধারিত অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা পারদর্শিতার সূচকের ভিত্তিতে প্রতিটি পাঠের শিক্ষা উপকরণ, পাঠের বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, পরিকল্পিত কাজ, উপস্থাপন ও আলোচনা, ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য পারদর্শিতার সূচক ও স্ট্র্যান্ড সংযোজন করা হয়েছে। শিক্ষক সহায়িকাটিতে শিক্ষার্থীদের বিষয়সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা, নৈতিক গুণাবলি অর্জন, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মানবিক মূল্যবোধ বিকাশের বিষয়গুলো বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সহাবস্থান এবং প্রকৃতি ও পরিবেশ সুরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ও স্থান দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক শিক্ষকেরই নিজস্ব শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও পাঠ উপস্থাপনের কৌশল আছে। শিক্ষক তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনার সঙ্গে সংযোজিত বিস্তারিত শিক্ষাক্রম ও শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত নির্দেশনার সমন্বয় সাধন করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন এটিই প্রত্যাশা করি।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে দ্বিতীয় শ্রেণির খ্রীষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার 'শিক্ষক সহায়িকা' গ্রন্থটি প্রণয়ন করা হয়েছে। লেখক, যৌক্তিক মূল্যায়নকারী, সমন্বয়ক, বিষয় বিশেষজ্ঞ, শিল্পনির্দেশক, চিত্রশিল্পী, গ্রাফিক্স ডিজাইনার, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণ, মুদ্রণ ও প্রকাশনা সহায়তাকারীদের অবদান পাঠ্যপুস্তকটিকে ঋদ্ধ করেছে। তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। প্রকাশনা যন্ত্রনির্ভর কাজ। সার্বিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কিছু অনিচ্ছাকৃত মুদ্রণজনিত ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে অবশ্যই সেগুলো পরবর্তী সময়ে সংশোধন করা হবে। পাঠ্যপুস্তকটি ত্রুটিমুক্তকরণে সকলের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ প্রত্যাশা করি।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় — পালনকর্তা ঈশ্বর (০১-১৬)

পাঠ ১ : ঈশ্বর পালনকর্তা ——— ০৩
পাঠ ২ : শক্তিশালী ও মংগলময় ঈশ্বর ——— ০৮
পাঠ ৩ : যত্নশীল ঈশ্বর ——— ১৩

দ্বিতীয় অধ্যায় — যীশুর দীক্ষাস্নান ও শিষ্যদের আহ্বান (১৭-৩৪)

পাঠ ১ : যীশুর দীক্ষাস্নান/বাপ্তিস্ম ——— ১৯
পাঠ ২ : যীশুর দীক্ষাস্নানের/বাপ্তিস্মের গুরুত্ব ——— ২৩
পাঠ ৩ : যীশুর শিষ্যদের আহ্বান ——— ২৮
পাঠ ৪ : যীশুর শিষ্যদের গুণাবলি ——— ৩২

তৃতীয় অধ্যায় — পিতামাতা ও গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা (৩৫-৫০)

পাঠ ১ : পিতামাতা ও গুরুজনদের প্রতি দায়িত্ব ——— ৩৭
পাঠ ২ : আদর্শ শিক্ষাগুরু যীশুখ্রীষ্ট ——— ৪২
পাঠ ৩ : শ্রদ্ধাশীল হওয়া ——— ৪৭

চতুর্থ অধ্যায় — পবিত্র বাইবেল ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ পরিচিতি (৫১-৬৮)

পাঠ ১ : পবিত্র বাইবেল ——— ৫৩
পাঠ ২ : পবিত্র মংগলসমাচার/সুসমাচার ——— ৫৭
পাঠ ৩ : দৈনন্দিন জীবনে বাইবেল শিক্ষার গুরুত্ব ——— ৬১
পাঠ ৪ : বাংলাদেশের অন্যান্য পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ ——— ৬৫

পঞ্চম অধ্যায় — পরিবেশ সুরক্ষায় আমাদের দায়িত্ব (৬৯-৮৪)

পাঠ ১ : পরিবেশ দূষণ ——— ৭১
পাঠ ২ : পরিবেশ দূষণের কারণ ——— ৭৬
পাঠ ৩ : পরিবেশ সুন্দর রাখার উপায় ——— ৮১

অধ্যায়

১

প্রথম অধ্যায়

পালনকর্তা ঈশ্বর

এ অধ্যায়ে যা যা আছে–

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১.১.১ ঈশ্বর পালনকর্তা জেনে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারা।

শিখনফল

১.১.১ "ঈশ্বর পালনকর্তা" তা অনুধাবন করে বলতে পারবে।

১.১.২ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানোর উপায়সমূহ চিহ্নিত করতে পারবে।

১.১.৩ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারবে।

পাঠ সংখ্যা: ০৩

পাঠঃ ১

শিখনফল : ১.১.১ "ঈশ্বর পালনকর্তা" তা অনুধাবন করে বলতে পারবে।

পাঠের শিরোনাম : পালনকর্তা ঈশ্বর

শিখনপদ্ধতি/কৌশল : আলোচনা, দলগত ও একক কাজ, পর্যবেক্ষণ, প্রদর্শন ও প্রশ্নোত্তর।

শিখন-শেখানো উপকরণ : পরিবারের ছবি, লোহিতসাগর পার হওয়ার ছবি / পোস্টার / ভিডিও ক্লিপ/ মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ইত্যাদি।

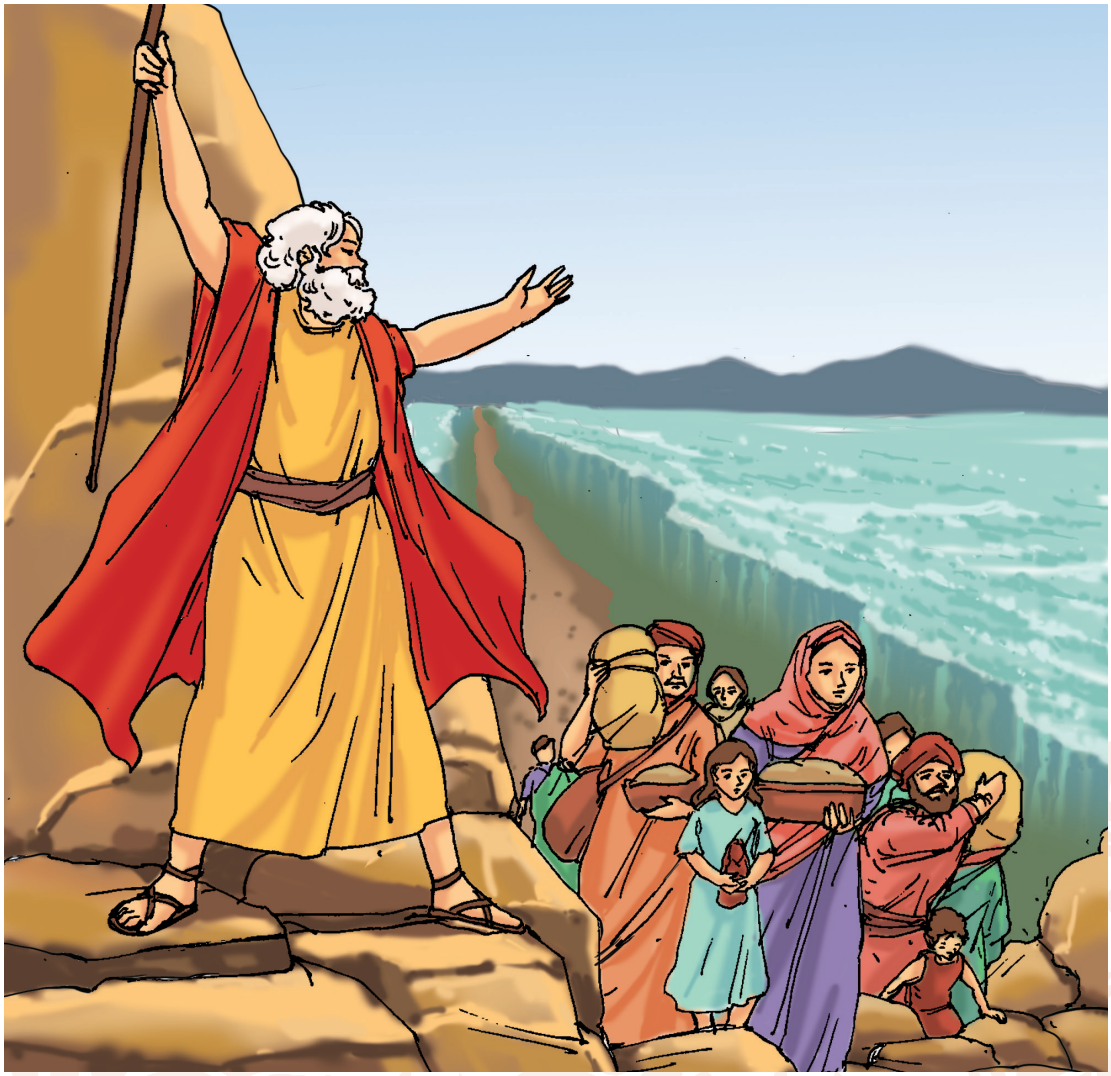

বিষয়বস্তু

ঈশ্বরের আদেশে মিশরের দাসত্ব থেকে ইস্রায়েল জাতিকে উদ্ধার করার জন্য তাঁরই ইচ্ছায় মিশরের প্রত্যেক প্রথমজাত সন্তান মারা গেলে অত্যাচারিত রাজা মোশীকে হুকুম দেন যেন ইস্রায়েল জাতি মিশর ছেড়ে চলে যায়। রাজার হুকুমে মোশী ও হারোন ইস্রায়েল জাতিকে নিয়ে নিজ দেশে রওনা হলো। তাদের ছেড়ে দিয়েও রাজা তাদের পিছনে সৈন্যদল পাঠিয়ে ধাওয়া করতে শুরু করলো। ইস্রায়েলজাতি লোহিত সাগরের কাছে তাবুতে ছিল। মিশরের সৈন্যদল দেখে ইস্রায়েলজাতি ভয় পেয়ে যায়। কারণ তাদের সামনে ছিলো সমুদ্র। কোন দিকে যাবার উপায় নেই। তারা মোশীকে গালি দিতে শুরু করলো। মোশী ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে লোকদের শান্ত থাকতে অনুরোধ করলেন। তিনি তাদের বললেন সদাপ্রভু ঈশ্বর অবশ্যই আমাদের রক্ষা করবেন। ঈশ্বরের নির্দেশে মোশী যষ্ঠিসহ (লাঠি) সমুদ্রের উপর হাত বাড়িয়ে দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে লোহিত সাগরের জল দু'ভাগ হয়ে মাঝখান দিয়ে শুকনো পথ দেখা দিল। ইস্রায়েল জাতির নারী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে ও পশু-পাখির বিরাট শোভাযাত্রা শুকনো পথ দিয়ে এগিয়ে চলে। তাদের পিছনে মিশরের সৈন্যদলও ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু ততক্ষণে জল আবার খুব তাড়াতাড়ি চলে আসে। মিশরীয়রা ঢেউয়ের তলায় ডুবে মৃত্যুবরণ করে। অন্যদিকে ইস্রায়েলজাতি ঈশ্বরে বিশ্বাস করায় রক্ষা পায়। ইস্রায়েলজাতি বুঝতে পারে শক্তিশালী ঈশ্বর কীভাবে তাদের রক্ষা ও পালন করছেন। তাই তারা ঈশ্বরের স্তুতিগান করতে থাকে।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য বাবা-মা ও সন্তানের একটি ছবি দেখিয়ে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন।
  ১. শিশু জন্মের পর কে তাকে দেখাশুনা/ লালন পালন করে?
  ২. এখন তোমাদের কে যত্ন নিচ্ছেন?
  ৩. কে সব মানুষের যত্ন নিয়ে থাকেন?
- শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উত্তর শোনার জন্য কিছুক্ষণ সময় দিবেন। চার পাঁচ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। ভুল উত্তর দিলে তাদের উত্তর গ্রহণ করে সঠিক উত্তর দিতে সহায়তা করবেন। যদি কেউ উত্তর না দেয় তবে যে কোন একজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরের ভিত্তিতে অন্যদের মতামত শুনবেন।
- শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের অধ্যায় ও পাঠের শিরোনাম 'পালনকর্তা ঈশ্বর' বোর্ডে লিখে দিবেন।

উপস্থাপন ও আলোচনা

- আজ আমরা দেখেছি মা-বাবা আমাদের লালন-পালন করেন। বর্তমানে মা-বাবা ঈশ্বরের হয়ে আমাদের পালনকর্তা। ঈশ্বর কেন মানুষ সৃষ্টি করেছেন? ঈশ্বরকে আমরা কি বলতে পারি? ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টিকে কিভাবে প্রতিপালন করেন? আজ আমরা সে সম্পর্কে জানবো, আর কিছু মজার কাজের মাধ্যমে এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করবো।
- এবার মূল প্রশ্নটি বোর্ডে লিখবেন- **"ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টিকে কিভাবে প্রতিপালন করেন?"**

দলগত কাজ

- শিক্ষক ইস্রায়েল জাতি কিভাবে মিশরের দাসত্ব থেকে উদ্ধার পাবার সুযোগ পেয়েছে সে ভিডিওটি দেখাবেন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহকারে দেখতে উৎসাহিত করবেন। ভিডিওটি সম্পর্কে ২/১ মিনিট চিন্তা করতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করবেন। ভিডিওতে কী দেখেছে তা নিয়ে দলগতভাবে আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে চেষ্টা করতে বলবেন।
- প্রত্যেক দল থেকে শিক্ষার্থীদের মতামত ব্যক্ত করতে বলবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মতামত মাইন্ড ম্যাপিংয়ের মত বোর্ডে লিখবেন।

সতর্কতা

শিক্ষক ছবি/পোস্টার/ভিডিও ক্লিপ দেখার সময় কিছু সতর্কতা অবলম্বনের জন্য শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিবেন।

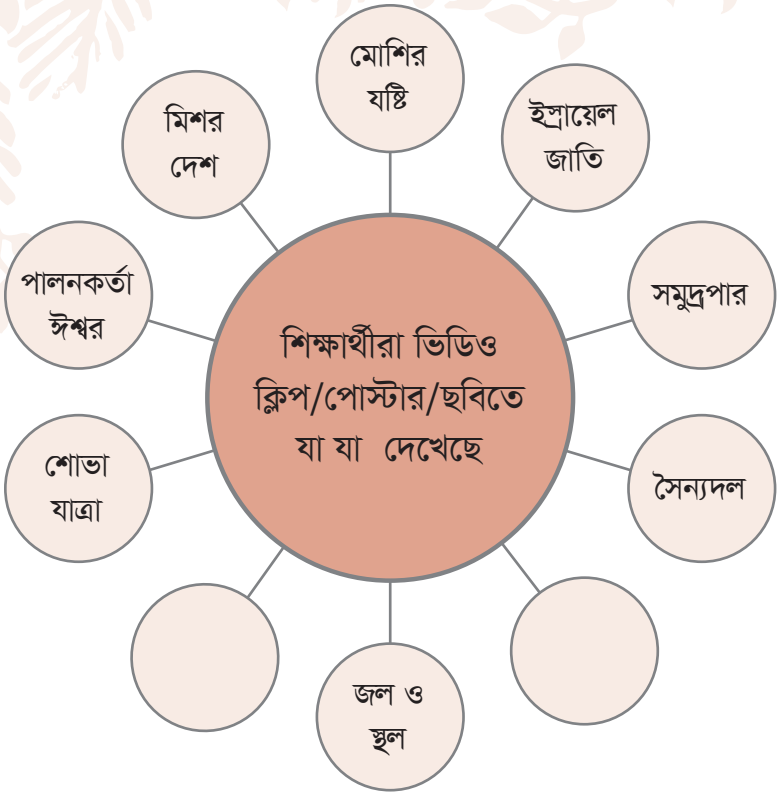

বিশেষ নির্দেশনা:
যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণারও ব্যবহার করতে হবে। প্রশ্ন করা, কোনকিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি উপস্থাপনের জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন মডেল ব্যবহার করবেন।

শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ের পারদর্শিতার সূচক অনুসরণ করে মূল্যায়ন করবেন।

সারসংক্ষেপ

আজ আমরা শিখলাম, মিশরের দাসত্ব থেকে ইস্রায়েল জাতি ঈশ্বরের দয়া ও মোশির সহায়তায় কীভাবে রক্ষা পেল। মোশির সঙ্গে তাঁর ভাই আরোন/হারোনও ছিল। মিশরের রাজা সৈন্যদল ধাওয়া করলেও ঈশ্বর মোশির মাধ্যমে তাদের রক্ষা করলেন। এভাবেই ইস্রায়েল জাতি বুঝতে পারল যে, তাদের পালনকর্তা ঈশ্বর।

পাঠের সমাপ্তি

সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে শিক্ষক আজকের পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠঃ ২

শিখনফল : ১.১.২ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানোর উপায়সমূহ চিহ্নিত করতে পারবে।

পাঠের শিরোনাম : শক্তিশালী ও মঙ্গলময় ঈশ্বর

শিখনপদ্ধতি/ কৌশল : আলোচনা, দলগত ও জোড়ায় কাজ, পর্যবেক্ষণ, প্রদর্শন ও প্রশ্নোত্তর।

শিখন-শেখানো উপকরণ : নৌকার ছবি, মরুভূমিতে ইস্রায়েল জাতি সম্বলিত ছবি/পোস্টার/ভিডিও ক্লিপ/মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ইত্যাদি।

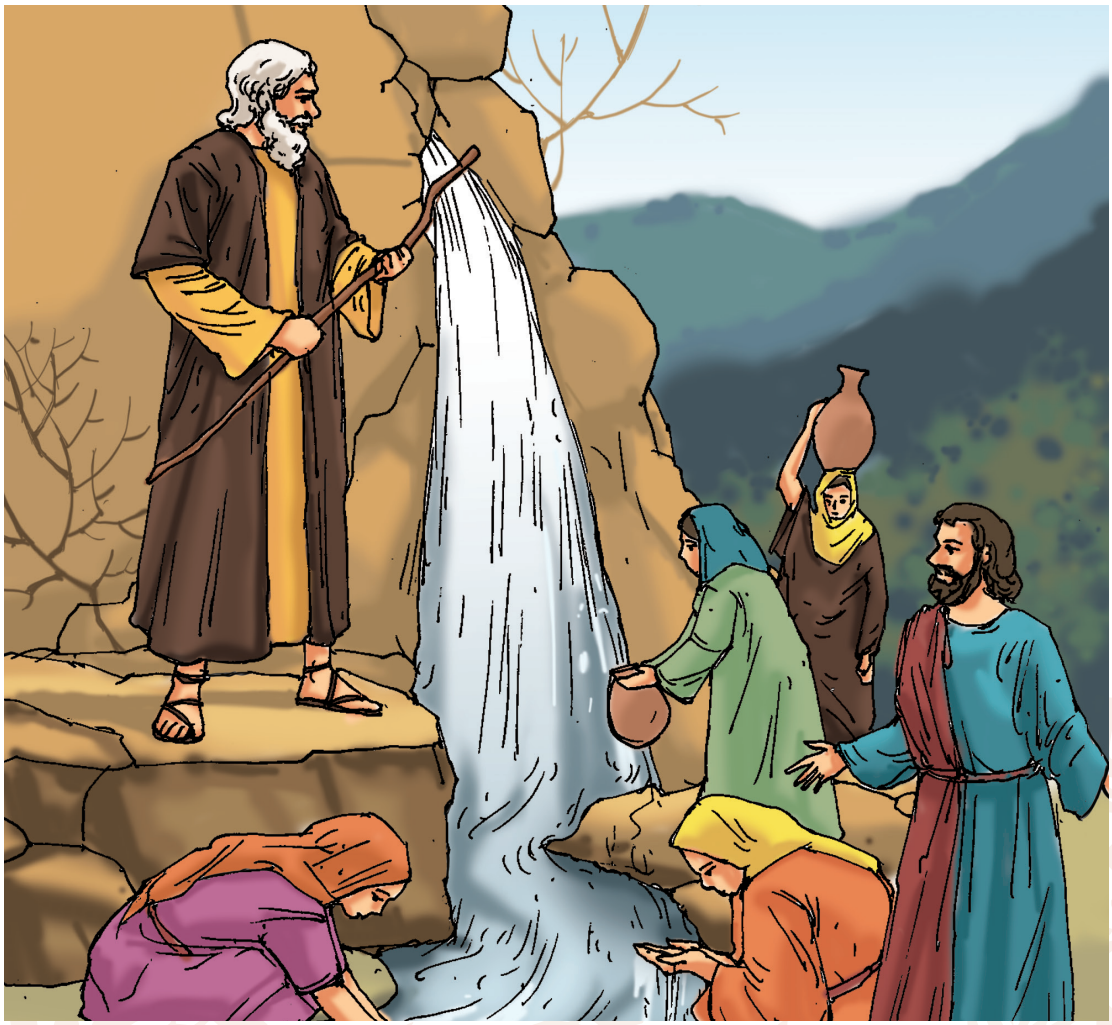

বিষয়বস্তু

লোহিত সাগর পার হয়ে মোশী ইস্রায়েল জাতিকে নিয়ে মরুভূমির মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। মরুভূমিতে তিনদিন পর তারা একটু জলের জন্য একটি ঝর্ণার দেখা পেলো। কিন্তু ঝর্ণার জলও ছিল তেতো। পান করা যাচ্ছিলনা। এবার আবার ইস্রায়েল জাতি মোশীকে নানারকম অভিযোগ করতে শুরু করলো। মোশী ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানালেন। ঈশ্বর মোশীকে একটি গাছের ডাল দেখালে মোশী সেটা ঝর্ণার মধ্যে ফেলে দেন। সঙ্গে সঙ্গে ঝর্ণার জল মিষ্টি হয়ে যায়। সবাই তৃপ্তি নিয়ে জল পান করলো। এরপর কয়েকদিন যেতে না যেতেই তাদের খাবারের অভাব হলো। তারা আবার অভিযোগ করতে শুরু করলো। মোশী আবারও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালে ঝাক্ ঝাক্ পাখি তাদের তাবুর উপর পড়লো। তারা সেই পাখির মাংস সংগ্রহ করলো। পরদিন সকালে তারা দেখতে পায় চারপাশ মান্নায় পরিপূর্ণ যা খুবই সুস্বাদু ও রুটির মত ছিল। এভাবে তারা প্রতিদিনই মান্না এবং মাংস খেতে লাগলো। তারা চল্লিশ বছর ধরেই খেতে থাকে। ঈশ্বর এভাবেই তাঁর আপনজনদের যত্ন নিয়েছিলেন এবং আজও তিনি তাই করে যাচ্ছেন। তাই আমাদের সবার তাঁর উপর সবসময় নির্ভর করা এবং বিশ্বাসী হওয়া প্রয়োজন। কারণ তিনি শক্তিশালী ও মঙ্গলময় বলে প্রতি মুহূর্তেই আমাদের যত্ন নেন। এমনকি আমাদের মা বাবার চেয়েও বেশি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- **এরপর শিক্ষক পূর্বজ্ঞান যাচাই এর জন্য অনেক লোক নৌকায় নদী পার হচ্ছে এমন একটি ছবি দেখিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন-**
  ১. ছবিতে তোমরা কী দেখতে পাচ্ছ?
  ২. নদীতে লোকগুলো কীভাবে পার হচ্ছে?
  ৩. তাদের কী ধরনের বিপদ হতে পারে?
  ৪. কে তাদের সাহায্য করছেন?
  ৫. বাইবেলে এ ধরনের কোন ঘটনার কথা কি তোমাদের মনে পড়ে?
- উত্তর পাবার জন্য একটু সময় অপেক্ষা করবেন। ২/৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। উত্তর ভুল হলেও তা গ্রহণ করে সঠিক উত্তর দিতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের উত্তরের আলোকে আজকের পাঠের অধ্যায় ও পাঠ শিরোনাম **'শক্তিশালী ও মঙ্গলময় ঈশ্বর'** বলে বোর্ডে লিখে দিবেন।

উপস্থাপন ও আলোচনা

- আজ আমরা দেখতে পেয়েছি যে অনেক লোক খুব কষ্ট করে নৌকায় নদী পার হচ্ছিল। নৌকাটি প্রায় ডুবুডুবু ছিল। মাঝি অনেক কষ্ট করে নৌকাটি পাড়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। এক্ষেত্রে মাঝি কার স্থানে সাহায্য করেছে। এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে চেষ্টা করবো।
- শিক্ষক বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন- **"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানোর উপায়সমূহ কী"।**

জোড়ায় কাজ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে ভিডিও ক্লিপ/পোস্টার দেখাবেন। তারা কী কী লক্ষ্য করবে সে বিষয়ে পরিস্কার ধারণা দিবেন যাতে তারা সব কিছু লক্ষ্য করে মনে রাখতে চেষ্টা করে। ভিডিও/পোস্টার দেখা শেষ হলে তারা যা দেখেছে তা জোড়ায় জোড়ায় আলোচনা করতে বলবেন।শিক্ষক প্রশ্ন করবেন: তোমরা ভিডিও ক্লিপ/পোস্টারে ঈশ্বরের ভালবাসা শক্তি ও তাঁর দয়া সম্পর্কে কী কী দেখেছো? আলোচনা শেষ হলে জোড়া থেকে একজনকে বলতে বলবেন। তাদের উত্তর ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। উত্তর ভুল হলেও শিক্ষক তা গ্রহণ করে সঠিক উত্তর দিতে সহায়তা করবেন।

সতর্কতা

ভিডিও ক্লিপ/পোস্টার দেখার সময় হৈচৈ এড়ানোর জন্যে শিক্ষার্থীদেরকে কিছু সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশনা দিবেন।

- শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরগুলো শিক্ষক মাইন্ড ম্যাপিং আকারে বোর্ডে লিখবেন।

বিশেষ নির্দেশনা:
যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণারও ব্যবহার করতে হবে। প্রশ্ন করা, কোন কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি উপস্থাপনের জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন মডেল ব্যবহার করবেন।

- শিক্ষার্থীদের উত্তর শোনার পর শিক্ষক বিষয়বস্তুর ধারণাটি আরো স্পষ্ট করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ের পারদর্শিতার সূচক ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

সারসংক্ষেপ

আজ আমরা শিখলাম যে ইস্রায়েল জাতি সাগর পার হয়ে ৪০ বছর যাত্রা করেছিল। এই দীর্ঘ যাত্রায় খাবারের তীব্র সংকট দেখা দিলেও ঈশ্বর তাদের সকল প্রয়োজন মিটিয়ে তাঁর অপরিসীম শক্তি, ভালবাসা ও দয়া দেখিয়েছেন। আমাদেরও ইস্রায়েল জাতির মত তিনি তাঁর ভালবাসায় আগলে রাখেন। তাই আমরা সবসময় তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো ও ধন্যবাদ জানাবো। যে কোন অবস্থায় যে কোন পরিবেশে ঈশ্বরের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো। সুতরাং এসবই ঈশ্বরের দয়া ও ভালবাসার চিহ্ন। তাই তাঁকে আমরা ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাবো।

পরবর্তী পাঠে আমরা যত্নশীল ঈশ্বর সম্পর্কে জানতে পারবো।

পাঠের সমাপ্তি

সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে শিক্ষক আজকের পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠঃ ৩

শিখনফল : ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারবে।

পাঠের শিরোনাম : যত্নশীল ঈশ্বর

শিখনপদ্ধতি/কৌশল : আলোচনা, একক ও জোড়ায় কাজ, পর্যবেক্ষণ, প্রদর্শন, প্রশ্নোত্তর, মাথা খাটাও/ব্রেইন স্ট্রর্মিং।

শিখন-শেখানো উপকরণ : প্রার্থনারত কয়েকজন শিশুর ছবি/পোস্টার/ঈশ্বরের প্রশংসারত ভিডিও ক্লিপ/প্রার্থনারত মোশীর ছবি/ মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ইত্যাদি।

বিষয়বস্তু

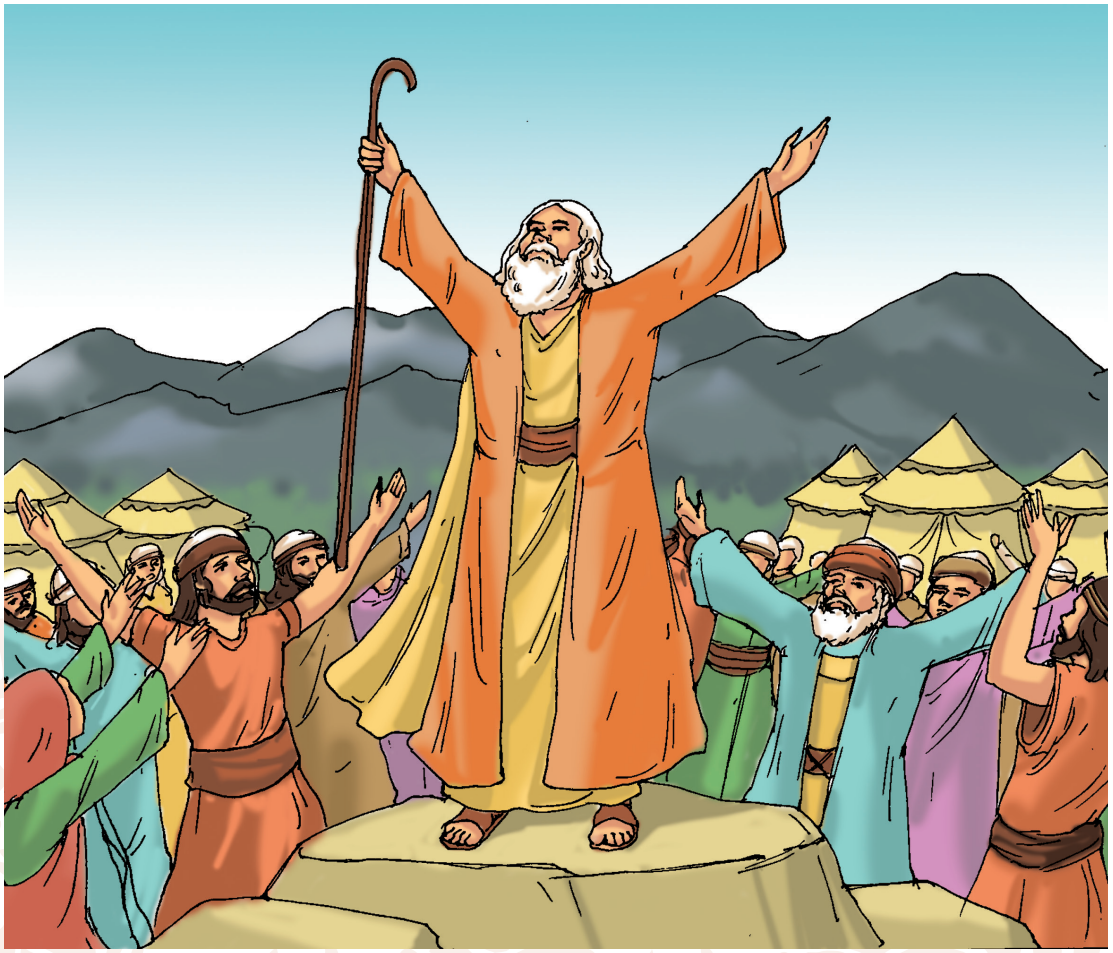

ইস্রায়েল জাতি বুঝতে পারে ঈশ্বর তাদের রক্ষা করেন এবং যত্ন নেন। তাই তারা ঈশ্বরের প্রশংসা ও ধন্যবাদ জানায়। মরুভূমিতে ইস্রায়েল জাতি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে তিনমাস পর তারা সিনাই পর্বতে এসে উপস্থিত হয়। সেখানেই তারা শিবির খাটিয়ে বসবাস শুরু করে। মোশী ঈশ্বরের কাছে যান। মোশীর মাধ্যমে ইস্রায়েল জাতি বুঝতে পারে ঈশ্বর শক্তিশালী, মঙ্গলময় এবং যত্নশীল। তিনি তাঁর আপন জাতির অমঙ্গল চাননা। তারা তা নিজেরা দেখেছে এবং বুঝেছে। ঈগল যেমন তার বাচ্চাদের ডানায় বয়ে আনে ঈশ্বরও তাঁর আপন লোকদের একইভাবে পথ দেখিয়ে এপর্যন্ত নিয়ে এসেছেন। মোশীর কাছ থেকে ঈশ্বরের শক্তি, মহানুভবতা ও যত্নের কথা জানতে পেরে তারা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হলো এবং বিশ্বস্ত থাকার জন্য তারা কথা দিল। প্রতিনিয়ত তিনি যেভাবে তাদের চালাবেন তারা সেভাবেই চলতে চেষ্টা করবে। এরপর তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থেকে ইস্রায়েল জাতি ঈশ্বরের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ নিবেদন করলো। বিশেষভাবে মিশর রাজের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে তারা ঈশ্বরের উপর খুবই সন্তুষ্ট এবং প্রীত ছিলেন। ঈশ্বর সব সময় তাদের যত্ন নেন এবং মঙ্গল চান। তিনি চান, যেকোন প্রয়োজনে আমরাও যেন তাঁকে ডাকি ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।
- পূর্ব জ্ঞান যাচাইয়ের জন্য অসুস্থ ছেলেকে যত্ন নিচ্ছে এমন একটি ছবি/ ভিডিও ক্লিপ দেখিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন।
  ১. ছবিতে/ ভিডিও ক্লিপে তোমরা কী দেখতে পাচ্ছো?
  ২. অসুস্থ ছেলের জন্য মা-বাবা কী করছেন?
  ৩. কারা তোমাদের যত্ন নিয়ে থাকেন?
  ৪. তোমাদের মা-বাবাদেরকে কে যত্ন নিয়ে থাকেন?
  ৫. ছোট বড় সবাই আমরা কার যত্নে বেড়ে উঠি?
- শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উত্তর শোনার জন্য কিছুক্ষণ সময় অপেক্ষা করবেন। চার পাঁচ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। উত্তর ভুল হলেও গ্রহণ করে সঠিক উত্তর দিতে সহায়তা করবেন। যদি কেউ উত্তর না দেয় তবে যে কোন একজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।
- শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের অধ্যায় ও পাঠ শিরোনাম 'যত্নশীল ঈশ্বর' বোর্ডে লিখে দিবেন ।
- আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন।

উপস্থাপন ও আলোচনা

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আজকের পাঠ আলোচনা করবেন।

১. কে আমাদের বেশী ভালবাসেন?

২. ঈশ্বর আমাদের জন্য কী কী করেন?

৩. বিপদের সময় আমরা কার উপর নির্ভর করি?

৪. যত্নশীল ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা কিভাবে বুঝবে?

- এসব প্রশ্নের উত্তর খুজে বের করার চেষ্টা করবেন এরপর শিক্ষক বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন– **"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য কীভাবে জীবন যাপন করবো?"**
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে ভিডিও ক্লিপ/পোস্টার দেখাবেন। তারা কী কী লক্ষ্য করবে সে বিষয়ে পরিস্কার ধারণা দিবেন, যাতে তারা সব কিছু লক্ষ্য করে মনে রাখতে চেষ্টা করে। ভিডিও/পোস্টার দেখা শেষ হলে তারা যা দেখেছে তা এক এক করে বলবে। তাদের উত্তর ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। উত্তর ভুল হলেও শিক্ষক তা গ্রহণ করে সঠিক উত্তর দিতে সহায়তা করবেন।

সতর্কতা

ভিডিও ক্লিপ/পোস্টার দেখার সময় গোলমাল এড়ানোর জন্যে শিক্ষার্থীদেরকে কিছু সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশনা দিবেন।

- শিক্ষার্থীরা যা দেখেছে তার একটি তালিকা তৈরি করবেন। শিক্ষার্থীরা বলবে এবং শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন।

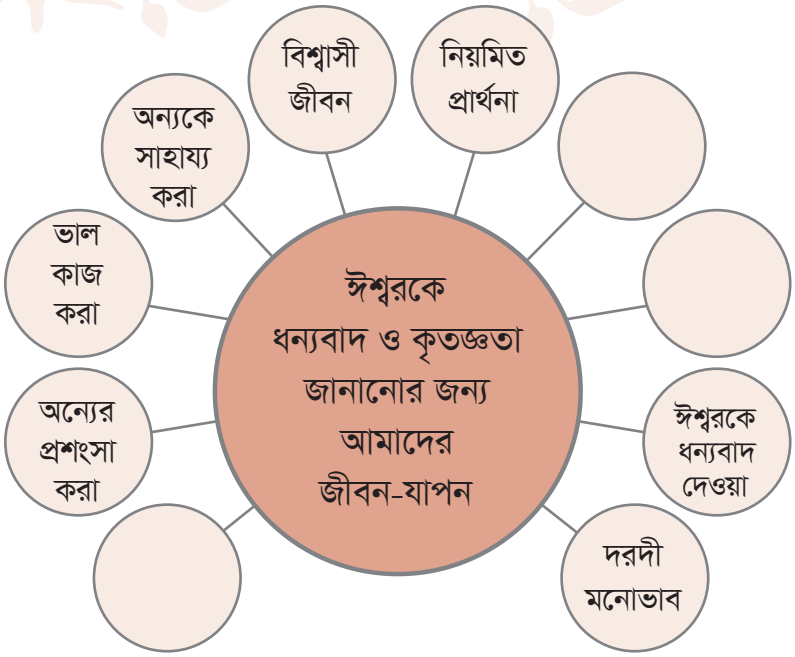

বিশেষ নির্দেশনা:
যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণারও ব্যবহার করতে হবে। প্রশ্ন করা, কোন কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি উপস্থাপনের জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন মডেল ব্যবহার করবেন।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উত্তর শুনে আজকের পাঠের বিষয়বস্তুর স্পষ্ট ধারণা দিবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ের পারদর্শিতার সূচক ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

সারসংক্ষেপ

আজ আমরা ইস্রায়েল জাতি ও মোশির মাধ্যমে শিখলাম যে, ঈশ্বরের প্রতি কীভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ জীবন-যাপন করা যায়। আমরাও আমাদের প্রতিদিনকার জীবন-যাপনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাবো ও সেইভাবে জীবন-যাপন করবো। পরবর্তী পাঠে আমরা পিতা-মাতা ও গুরুজনদের প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে জানবো ও শিখবো।

পাঠের সমাপ্তি

সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে শিক্ষক আজকের পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পারদর্শিতার সূচক

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার সূচক (PI) নম্বর	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা		
			ভালো	খুব ভালো	উত্তম
১.১.ঈশ্বর পালনকর্তা জেনে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারা।	০৮.০২.০১.০১	সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরই যে পালনকর্তা তা অনুধাবন করে ও শ্রদ্ধাশীল হয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাতে পারছে।	নিজ পরিবেশে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর যে পালনকর্তা তা প্রকাশ করতে পেরেছে।	সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর যে পালনকর্তা তা অনুধাবন করে নিজে শ্রদ্ধাশীল হয়ে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ আচরণ করতে পেরেছে।	ঈশ্বর যে পালনকর্তা তা অনুধাবন করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যেকোনো পরিবেশ পরিস্থিতিতে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাতে সক্ষম হয়েছে।

অধ্যায়

২

দ্বিতীয় অধ্যায়

যীশুর দীক্ষাস্নান/বাপ্তিস্ম

(মথি ৩:১৩-১৭, ৪:১৮-২২, লূক ৬:১২-১৯)

এই অধ্যায়ে যা যা আছে-

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

২.১ যীশুর দীক্ষাস্নান/বাপ্তিস্ম সম্পর্কে জেনে নিজ জীবনে দীক্ষাস্নানের/বাপ্তিস্মের গুরুত্ব বুঝতে পারা।

২.২ যীশুর প্রেরিত শিষ্যদের আহ্বান ও গুণাবলী চিহ্নিত করে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করতে পারা।

শিখনফল

২.১.১ যীশুর দীক্ষাস্নানের/বাপ্তিস্মের ঘটনা বলতে পারবে।

২.১.২ যীশুর দীক্ষাস্নানের/বাপ্তিস্মের শিক্ষা নিজ জীবনে প্রয়োগ করতে পারবে।

২.২.১ শিষ্যদের আহ্বানের উদ্দেশ্য বলতে পারবে।

২.২.২ যীশুর প্রেরিত শিষ্যদের নাম বলতে পারবে।

২.২.৩ প্রেরিত শিষ্যদের কয়েকটি গুণ চিহ্নিত করে নিজ জীবনে অনুশীলন করতে পারবে।

পাঠ সংখ্যা: ০৪

পাঠঃ ১

শিখনফল : ২.১.১ যীশুর দীক্ষাস্নানের/বাপ্তিস্মের ঘটনা বলতে পারবে।

পাঠের শিরোনাম : যীশুর দীক্ষাস্নান/বাপ্তিস্ম।

শিখন পদ্ধতি/কৌশল : আলোচনা, প্রদর্শন, উপস্থাপনা, প্রশ্নোত্তর, গল্প বলা ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো উপকরণ : যীশুর দীক্ষাস্নানের বাপ্তিস্মের ছবি/ভিডিও ক্লিপ/মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, পোস্টার, ইত্যাদি।

বিষয়বস্তু

যীশু তাঁর কাজ আরম্ভ করার আগে যর্দন নদীতে দীক্ষাগুরু যোহন কর্তৃক বাপ্তিস্ম নেন। বাপ্তিস্ম বা দীক্ষাস্নান বলতে বোঝায় পবিত্র অভিষেক গ্রহণ করা। তিনি যখন বাপ্তিস্ম গ্রহণ করছিলেন তখন স্বর্গদ্বার খুলে গেল ও স্বর্গ থেকে পবিত্র আত্মা একটি কবুতরের বেশে তাঁর উপর নেমে আসলেন এবং স্বর্গ থেকে এই বাণী শোনা গেল 'ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, ইহাতেই আমি প্রীত'। বাপ্তিস্ম গ্রহণ শেষে তিনি যিরুশালেম উপাসনালয়ে যান এবং এই জগতে তাঁর আসার উদ্দেশ্য বলেন। তাঁর জীবনের মুল উদ্দেশ্যটি ছিল, ঈশ্বরের ইচ্ছা তাঁর জীবনে পূর্ণ করা। যেন বিশ্বের সকল মানুষ পাপ থেকে মুক্তি পায়। আর এই কাজ করার পূর্বে তিনি দীক্ষাগুরু যোহনের কাছে দীক্ষাস্নান গ্রহণ করেন। আজকের দিনে আমরাও বাপ্তিস্ম বা দীক্ষাস্নান গ্রহণ করি যেন খ্রীষ্টকে অনুসরণ করে তাঁর মত জীবন যাপন করতে পারি। যীশু যেমন মুক্তিদাতা হয়ে আমাদের মুক্ত করেছেন তেমনি আমরাও অন্যের সাহায্যের জন্য কাজ করবো। বাপ্তিস্ম নেওয়ার সাথে সাথে আমাদের জীবন এই কাজের জন্য উৎসর্গীকৃত হয়। তাই এটি আমাদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- আজকের পাঠের পুর্বজ্ঞান যাচাই এর জন্য একজন যাজক/পুরোহিত, দীক্ষাস্নান/বাপ্তিস্ম দিচ্ছেন এমন একটি ছবি দেখিয়ে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো করবেন।
  ১. তোমরা ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছ?
  ২. যাজক/পুরোহিত কী করছেন?
  ৩. মা-বাবা ও যাজক ছাড়া আর কাকে দেখতে পাচ্ছো?
  ৪. যাজক এখানে কার স্থানে কাজ করছেন?
- শিক্ষার্থীদের উত্তর পাবার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবেন। ২/৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। উত্তর ভুল হলেও তা গ্রহণ করে সঠিক উত্তর দিতে সহায়তা করবেন।

শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক আজকের পাঠের অধ্যায় ও পাঠ শিরোনাম "যীশুর দীক্ষাস্নান বলতে কী বুঝ" বলে বোর্ডে লিখবেন।

উপস্থাপন ও আলোচনা

- শিক্ষার্থীদের উত্তরের আলোকে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন।
  শিক্ষক বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন। "যীশুর দীক্ষাস্নান বলতে কী বুঝ"?

জোড়ায় কাজ

- শিক্ষক যীশুর দীক্ষাস্নানের ছবি/ভিডিও ক্লিপ দেখাবেন এবং যীশুর দীক্ষাস্নান সম্পর্কে সহজ করে বলবেন। ছবি বা ভিডিও ক্লিপে যা দেখেছে শিক্ষার্থীরা তা জোড়ায় আলোচনা করে শিক্ষকের কাছে বলবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তর বোর্ডে মাইন্ড ম্যাপিং আকারে লিখবেন।
- শিক্ষক ছবি/ভিডিওর বিষয়বস্তু আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট করবেন।

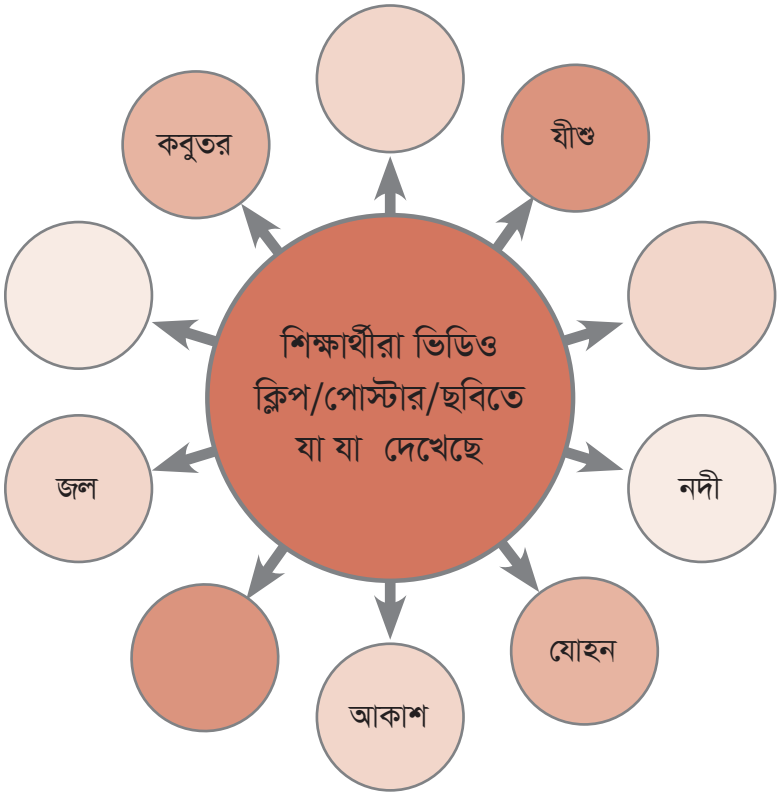

বিশেষ নির্দেশনা:
যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণারও ব্যবহার করতে হবে। প্রশ্ন করা, কোন কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি উপস্থাপনের জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন মডেল ব্যবহার করবেন।

সতর্কতা

শ্রেণিকক্ষের ভিতরে ছবি পর্যবেক্ষণের সময় হৈচৈ এড়ানোর জন্যে শিক্ষার্থীদের কিছু সতর্কতা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দিবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ের পারদর্শিতার সূচক ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

সারসংক্ষেপ

যীশুর দীক্ষাস্নানের ঘটনা সম্পর্কে আমরা এ পাঠে অনেক কিছু শিখেছি। তিনিই যে স্বয়ং ঈশ্বর তা আমরা বাপ্তিস্মের সময়ের দু'টি ঘটনা থেকে বুঝতে পেরেছি। সুতরাং যীশু এই পরিবেশে দীক্ষাগুরু যোহনের কাছ থেকে জলে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী পাঠে আমরা যীশুর বাপ্তিস্ম গ্রহণের শিক্ষা কীভাবে কাজে লাগাবো সে সম্পর্কে জানতে পারবো।

পাঠের সমাপ্তি

সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে শিক্ষক আজকের পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠঃ ২

শিখনফল : ২.১.২ যীশুর দীক্ষাস্নানের/বাপ্তিস্মের শিক্ষা নিজ জীবনে প্রয়োগ করতে পারবে।

পাঠের শিরোনাম : যীশুর দীক্ষাস্নানের/বাপ্তিস্মের গুরুত্ব।

শিখন পদ্ধতি/কৌশল : আলোচনা, প্রদর্শন, ব্রেইন স্টরমিং, গল্পবলা ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো উপকরণ : যীশুর দীক্ষাস্নানের/বাপ্তিস্মের ছবি/ভিডিও ক্লিপ/মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ইত্যাদি।

বিষয়বস্তু

যীশু প্রকাশ্যে তাঁর কাজ শুরু করার আগে যর্দন নদীতে গেলেন, যেখানে যোহন বাপ্তাইজক বাপ্তিস্ম প্রদান করছিলেন। সাধারণ মানুষদের সংগে তিনিও যর্দন নদীতে নেমে গেলেন বাপ্তাইজক যোহনের কাছে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার জন্য।

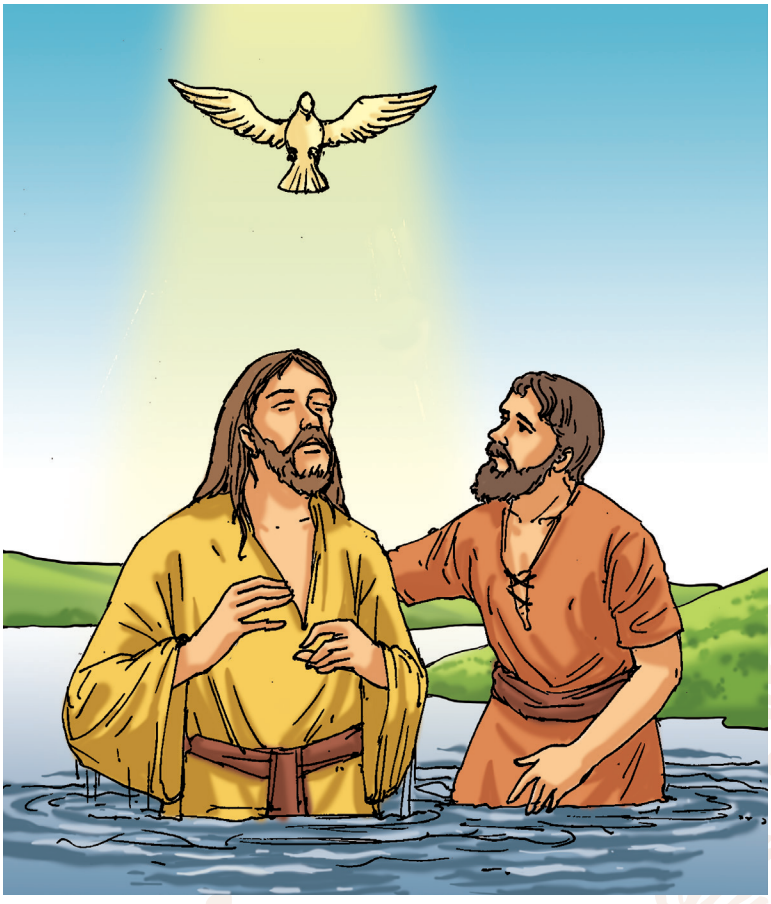

যোহন কিছুটা ইতস্ততঃ করছিলেন কারণ একজন মহান শিক্ষাগুরুকে তিনি বাপ্তিস্ম দিবেন। এ কী করে হয়! কিন্তু যীশু নম্রভাবে তাঁকে রাজি করালেন এবং যোহনের হাতেই বাপ্তিস্ম নিলেন। এই সময় স্বর্গ থেকে প্রভুর বাণী শোনা গেল, "ইনি আমার প্রিয় পুত্র, ইহাতেই আমি প্রীত, তোমরা ইহার

কথা শোন" এবং একই সময়ে 'পবিত্র আত্মা' কবুতরের বেশে তাঁর কাঁধে এসে বসলেন। এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যীশু খ্রীষ্টই স্বয়ং ঈশ্বর! কারণ পিতা ঈশ্বর নিজে স্বর্গ থেকে এই ঐশবাণী সবাইকে শুনিয়েছেন। এজন্য খ্রীষ্টভক্তগণ বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে থাকেন।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শ্রেণি কক্ষে প্রবেশ করার পর শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- শিক্ষক পুর্বজ্ঞান যাচাই এর জন্য একজনের দীক্ষাস্নানের ছবি দেখিয়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন-
  ১. ছবিতে কারা আছেন?
  ২. কে কী কাজ করছেন?
  ৩. তোমরা কী বাপ্তিস্ম পেয়েছো?
  ৪. কে তোমাদের বাপ্তিস্ম দিয়েছেন?
  ৫. যাজক বা পুরোহিত কার মত কাজ করছেন?
- উত্তর পাবার জন্য কিছু সময় অপেক্ষা করবেন। ২/৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। উত্তর ভুল হলে শিক্ষক তা সংশোধন করতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক আজকের পাঠের অধ্যায় ও পাঠ শিরোনাম বলবেন ও বোর্ডে লিখবেন– 'যীশুর বাপ্তিস্ম'।

উপস্থাপন ও আলোচনা

- শিক্ষার্থীদের উত্তরের আলোকে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন।
- শিক্ষক যীশুর দীক্ষাস্নানের ছবি/ভিডিও ক্লিপ/পোস্টার দেখাবেন এবং ভালোমতো পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন।

দলগত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করবেন। তারা ভিডিও/ছবি দেখে যা বুঝেছে তা দলে আলোচনা করবে। দলগত আলোচনা শেষ হলে প্রত্যেক দল থেকে ভিডিওর বিষয়বস্তু বলতে দিবেন।

- শিক্ষক প্রশ্ন করবেন: তোমরা ছবি/ভিডিও ক্লিপে কী কী দেখেছ?
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তর বোর্ডে মাইন্ড ম্যাপিং আকারে লিখবেন।
- শিক্ষক ছবি/ভিডিওর বিষয়বস্তু আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট ধারণা দিবেন।

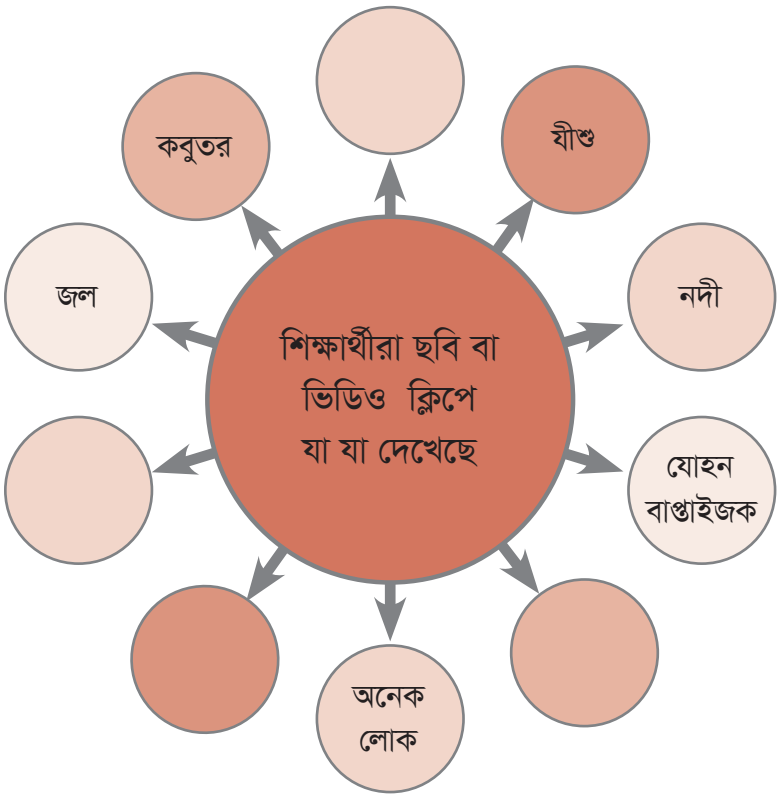

বিশেষ নির্দেশনা:
যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণারও ব্যবহার করতে হবে। প্রশ্ন করা, কোন কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি উপস্থাপনের জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন মডেল ব্যবহার করবেন।

সতর্কতা

শ্রেণিকক্ষের ভিতরে ছবি পর্যবেক্ষণের সময় হৈচৈ এড়াতে কিছু সতর্কতা গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ের পারদর্শিতার সূচক ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের মূলায়ন করবেন।

সারসংক্ষেপ

যীশুর দীক্ষাস্নানের গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা এ পাঠে অনেক কিছু শিখেছি। তাঁর বাপ্তিস্মের মাধ্যমে আমাদের জীবনে বিশ্বাসের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করে নিজ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পেরেছি এবং তাঁকে অনুসরণ করে দীক্ষাস্নান আমাদের জন্য কত গুরুত্বপুর্ণ সে সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা লাভ করেছি। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যীশুর দীক্ষাস্নানের সময় এই বিষয়গুলো দৃশ্যমান ছিল। যীশুর শিষ্যদের আহ্বান সম্পর্কে আমরা পরবর্তী পাঠে জানতে পারবো।

পাঠ সমাপ্তি

সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে শিক্ষক আজকের পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠঃ ৩

শিখনফল : ২.২.১ শিষ্যদের আহ্বানের উদ্দেশ্য বলতে পারবে।

২.২.২ যীশুর প্রেরিত শিষ্যদের নাম বলতে পারবে।

পাঠের শিরোনাম : যীশুর শিষ্যদের আহ্বান।

শিক্ষণ পদ্ধতি/কৌশল : আলোচনা/ প্রদর্শন/ব্রেইন স্টর্মিং/জোড়ায় কাজ ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো উপকরণ : শিষ্যদের নাম সম্বলিত একটি পোস্টার/ভিডিও ক্লিপ/ছবি/মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ইত্যাদি।

বিষয়বস্তু

এই জগতে যীশু তাঁর কাজ শুরু করার পর প্রথমেই যে ১২ জন সাধারণ মানুষকে শিষ্য হিসাবে ডেকে নিয়েছিলেন তারা হলেন পিতর, আন্দ্রিয়, যাকোব, যোহন, ফিলিপ, বার্থলমীয়, মথি, থোমা, আলফেয়ের পুত্র যাকোব, উদযোগী শিমোন, যাকোবের পুত্র যিহুদা এবং যিহুদা ইস্কারিয়োৎ। এই শিষ্যদের আহ্বানের মূল উদ্দেশ্য ছিল যেন তারা যীশুর বাস্তব জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সেগুলি খুব যত্ন ও বিশ্বাসের সংগে নিজেদের জীবনেও গ্রহণ করে যীশুকে অন্যদের কাছে প্রকাশ করতে পারেন। কারণ যীশু তাঁর এই ১২ জন শিষ্যকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ণ দায়িত্ব প্রদান করেন। তারা সফলতার সংগে সেগুলি করেন। এমনকি যীশু এই জগত থেকে চলে যাবার পরও তারা আরো সক্রিয়ভাবে ও বিশ্বস্ত ভাবে যীশুর শিক্ষা অনুসরণ করে তাদের জীবন-যাপনের মধ্য দিয়ে অন্য সবাইকে উৎসাহিত করেন। যীশুর প্রেমের বাণী, তাঁর সব মহান শিক্ষায় সবাইকে অনুপ্রাণিত করেন এবং যীশুর মুক্তির সুসমাচার বিশ্বের সব মানুষকে জানানোর জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। এজন্য তাদেরকে প্রেরিত শিষ্যও বলা হয়। এই প্রেরিত শিষ্যদের মত আমরাও আজকে যীশুর বিশ্বাসী ও অনুসরণকারী হিসাবে তাঁর শিষ্য। এজন্য যীশুকে অনুসরণ করতে তাঁর শিষ্যদের নাম মনে রাখা এবং তাদের জীবন, কাজ ও শিক্ষা অনুসরণ করা আমাদের কর্তব্য।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- শিক্ষক পুর্বজ্ঞান যাচাই এর জন্য শিক্ষার্থীরা একজন শিক্ষককে অনুসরণ করছে এমন একটি ছবি দেখিয়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করবেন-
  ১. ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছো?
  ২. তারা কাকে অনুসরণ করছে?
  ৩. বাইবেলের এই ধরনের কোন ঘটনার কথা তোমাদের কী মনে পড়ে?
- শিক্ষার্থীদের উত্তর পাবার জন্য কিছু সময় অপেক্ষা করবেন। ২/৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। উত্তর ভুল হলে শিক্ষক তা সংশোধন করবেন।
- শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক আজকের পাঠের অধ্যায় ও পাঠের শিরোনাম বলবেন ও বোর্ডে লিখবেন– "যীশুর শিষ্যদের নাম কী?"

উপস্থাপনা ও আলোচনা

- শিক্ষক বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি লিখবেন। "যীশুর শিষ্যদের নাম কী?"
- শিক্ষার্থীদের উত্তরের আলোকে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন।
- শিক্ষক যীশুর শিষ্যদের নামের তালিকা ও ভিডিও ক্লিপ/পোস্টার দেখাবেন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিষ্যদের নাম লেখা পোস্টারটি ভাল করে দেখতে বলবেন।

জোড়ায় কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জোড়ায় ভিডিও/পোস্টারটিতে যা দেখতে পেয়েছে তা আলোচনা করতে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সাহায্য করবেন। আলোচনা শেষ হলে শিষ্যদের নাম বলতে বলবেন।

- শিক্ষার্থীরা যা যা দেখেছে তার একটি তালিকা তৈরি করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তর বোর্ডে মাইন্ড ম্যাপিং আকারে লিখবেন ।
- শিক্ষক ছবি/ভিডিওর বিষয়বস্তু আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট ধারণা দিবেন।

বিশেষ নির্দেশনা:
যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণারও ব্যবহার করতে হবে। প্রশ্ন করা, কোন কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি উপস্থাপনের জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন মডেল ব্যবহার করবেন।

সতর্কতা

শ্রেণিকক্ষের ভিতরে ছবি/ভিডিও ক্লিপ পর্যবেক্ষণের সময় যেন কোন ধরনের হৈচৈ সৃষ্টি না হয় সেজন্য কিছু নির্দেশনা দিবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ের পারদর্শিতার সূচক ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের মূলায়ন করবেন।

সারসংক্ষেপ

যীশুর শিষ্যদের আহ্বান ও তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা জানতে পারলাম। যীশুর ১২ জন শিষ্যের নাম জানতে পেরেছি। পরবর্তী পাঠে আমরা যীশুর প্রেরিত শিষ্যদের কয়েকটি গুণ চিহ্নিত করে নিজ জীবনে তার প্রয়োগ সম্পর্কে জানবো।

পাঠের সমাপ্তি

সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে শিক্ষক আজকের পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠ: ৪

শিখনফল : ২.২.৩ প্রেরিত শিষ্যদের কয়েকটি গুণ চিহ্নিত করে নিজ জীবনে অনুশীলন করতে পারবে।

পাঠের শিরোনাম : যীশুর শিষ্যদের গুণাবলি

শিখন-শেখানো উপকরণ : ভিডিও ক্লিপ/ছবি/পোস্টার ইত্যাদি

বিষয়বস্তু

যীশু তাঁর প্রচার কাজ শুরু করার পর প্রথমেই ১২ জনকে শিষ্য হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। তারা যীশুর জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সেগুলি খুব যত্ন ও বিশ্বাসের সঙ্গে নিজেদের জীবনেও প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন। যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে বিভিন্ন সময় গুরুত্বপুর্ণ দায়িত্ব প্রদান করেন এবং তাঁর বাণী সবার কাছে প্রচার করতে পাঠান। তারা সফলতার সঙ্গে সেই দায়িত্বগুলো পালন করেন। এজন্য তাদেরকে প্রেরিত শিষ্যও বলা হয়। যীশুর মতই তাঁরা ঈশ্বরের মুক্তির সুসমাচার/মঙ্গল সমাচার প্রচার করেন, যীশুর মত অন্যদের ভালবাসেন, রোগীদের সুস্থ করেন, পাপ ও অন্যায়ের পথ থেকে মানুষকে ঈশ্বরের পথে নিয়ে আসার কথা বলেন। তাঁরা সমাজের অসহায়, দুর্বল, দুর্দশাগ্রস্থ মানুষদের সেবা করেন। সকল জাতির মানুষের জন্য মঙ্গল কাজ করেন। তাঁরা অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে যীশুর সব শিক্ষা অনুসরণ করেন। এমন আরও অনেক সুন্দর গুণাবলি তাদের ছিল। প্রেরিত শিষ্যদের মত আমরাও আজ যীশুর শিষ্য। যীশুকে যেভাবে আমরা অনুসরণ করি তেমনি তাঁর শিষ্যদের জীবন, কাজ ও শিক্ষাসহ তাদের ভাল গুণগুলো অনুসরণ করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- এরপর শিক্ষক পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য নিম্নের প্রশ্নগুলো করবেন-
  ১. তোমাদের মধ্যে কারা নাচ, গান করতে পারো?
  ২. তোমাদের মধ্যে কারা ছবি আঁকতে পছন্দ করো?
  ৩. কে কে আবৃত্তি ও গল্প বলতে পারো?
  ৪. এ ধরনের কাজকে তোমরা কী বলো?

- শিক্ষক উত্তর পাবার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবেন। ২/৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। উত্তর ভুল হলেও তা গ্রহণ করবেন।
- এরপর শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করবেন এবং পাঠ শিরোনাম 'শিষ্যদের গুণাবলি' বোর্ডে লিখবেন।

উপস্থাপন ও আলোচনা

- শিক্ষক বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন 'শিষ্যদের গুণাবলি কীভাবে অনুশীলন করতে পারি' তা লিখবেন।
- শিক্ষার্থীদের উত্তরের আলোকে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন।

দলগত কাজ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দিবেন। যীশুর শিষ্যদের কয়েকটি বিশেষ গুণাবলি সর্ম্পকে দলে সহভাগিতা করবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিষ্যদের গুণের তালিকার পোস্টার দেখাবেন। কিছুক্ষণ সময় দিবেন তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য। এরপর শিক্ষক প্রশ্ন করবেন: তোমরা পোস্টারে শিষ্যদের কী কী গুণ দেখেছো ও জেনেছো? শিক্ষার্থীদের উত্তর শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন।

বিশেষ নির্দেশনা:
যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণারও ব্যবহার করতে হবে। প্রশ্ন করা, কোন কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি উপস্থাপনের জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন মডেল ব্যবহার করবেন।

আমরা যীশুর ১২ জন শিষ্যের গুণাবলি আমাদের জীবনে কাজে লাগাতে চেষ্টা করবো।

সতর্কতা

শ্রেণিকক্ষের ভিতরে ছবি/ভিডিও ক্লিপ/পোস্টার পর্যবেক্ষণের সময় হৈচৈ এড়ানোর জন্যে শিক্ষার্থীদের সতর্কতা গ্রহনের কিছু নির্দেশনা দিবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ের পারদর্শিতার সূচক ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের মূলায়ন করবেন।

সারসংক্ষেপ

যীশুর শিষ্যদের গুণাবলি সম্পর্কে আমরা এ পাঠে শিখেছি এবং কীভাবে সেগুলি আমাদের জীবনে কাজে লাগাতে পারি সে বিষয়ে শিখতে পেরেছি। পরবর্তী পাঠে আমরা পিতামাতা ও গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা সম্পর্কে জানতে পারবো।

পাঠের সমাপ্তি

সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে শিক্ষক আজকের পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পারদর্শিতার সূচক

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার সূচক (PI) নম্বর	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা		
			ভালো	খুব ভালো	উত্তম
২.১.যীশুর দীক্ষাস্নান (বাপ্তিস্ম) সম্পর্কে জেনে নিজ জীবনে দীক্ষাস্নানের (বাপ্তিস্মের) গুরুত্ব বুঝতে পারা।	০৮.০২.০২.০১	যীশু ঈশ্বর হয়েও সাধারণ মানুষের মতো দীক্ষাস্নান (বাপ্তিস্ম) গ্রহণ করেছেন সেই শিক্ষা নিজ জীবনে প্রয়োগ করতে পারছে।	যীশুর দীক্ষাস্নান (বাপ্তিস্ম) ধারণা সম্পর্কে প্রকাশ করতে পেরেছে।	যীশুর দীক্ষাস্নান (বাপ্তিস্ম) সম্পর্কে (জানতে আগ্রহী হয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করেছে।) জেনে আরও স্পষ্ট ধারণা পাবার জন্য বিভিন্ন প্রশ্ন করতে পেরেছে।	যীশুর দীক্ষাস্নান (বাপ্তিস্ম) সম্পর্কে জেনে (সেই শিক্ষায় নিজে আলোকিত হয়ে অন্যকে অনুপ্রাণিত করতে পেরেছে।) নিজ জীবনে দীক্ষাস্নানের গুরুত্ব বুঝে বলতে পেরেছে।
২.২ যীশুর প্রেরিত শিষ্যদের আহ্বান ও গুণাবলি চিহ্নিত করে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করতে পারা।	০৮.০২.০২.০২	যীশুর প্রেরিত শিষ্যদের আহ্বান ও গুণাবলি সম্পর্কে জেনে তাদের মত জীবন যাপন করতে পারছে।	যীশুর প্রেরিত শিষ্যদের আহ্বান ও গুণাবলি কী কী প্রকাশ করতে পেরেছে।	যীশুর প্রেরিত শিষ্যদের আহ্বানের উদ্দেশ্য জেনে আবিষ্কার করে তাদের গুণাবলি নিজ জীবনে অনুসরণ করতে পেরেছে।	যীশুর প্রেরিত শিষ্যদের আহ্বান ও গুণাবলি নিজ জীবনে প্রয়োগ করে অন্যকেও তা করতে অনুপ্রাণিত করেছে।

অধ্যায় ৩

তৃতীয় অধ্যায়

পিতামাতা ও গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা

এ অধ্যায়ে যা যা আছে

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৩.১ সদাচার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে গুরুজন ও অন্যদের প্রতি সঠিক আচরণ করতে পারা।

শিখনফল

৩.১.১. পিতা-মাতা ও গুরুজনদের সম্মান করার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৩.১.২. শিক্ষক, পিতা-মাতা ও গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ করার উপায় সমূহ শনাক্ত করতে পারবে।

৩.১.৩. শিক্ষক, পিতা-মাতা ও গুরুজনদের শ্রদ্ধা করতে পারবে।

পাঠ সংখ্যাঃ ০৩

পাঠঃ ১

শিখনফল : ৩.১.১ পিতা-মাতা ও গুরুজনদের সম্মান করার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

পাঠের শিরোনাম : পিতা-মাতা ও গুরুজনদের প্রতি দায়িত্ব।

শিখন পদ্ধতি/কৌশল : আলোচনা, দলগত ও জোড়ায় কাজ, পর্যবেক্ষণ, প্রদর্শন ও প্রশ্নোত্তর, মাথা খাটাও ও গল্প বলা।

শিখন-শেখানো উপকরণ : পবিত্র পরিবার ও সাধারণ পরিবারের ভিডিও ক্লিপ/ছবি/পোস্টার।

বিষয়বস্তু

নারী ও পুরুষের ভালোবাসার ফসল তাদের ছেলেমেয়ে। আর ছেলেমেয়ে, বাবা ও মা মিলে পরিবার। তারা পরস্পর ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা ও বাধ্যতার মনোভাব পোষণ করবে। পরিবারে সবাই মিলে একসাথে প্রার্থনা, কাজকর্ম, খাওয়া দাওয়া করে যাতে পরস্পরের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক বজায় থাকে। পিতামাতা ও গুরুজনদের যে কোন প্রয়োজনে ছেলেমেয়েরা সহযোগিতা করে। তাদের আদেশ, নির্দেশ এবং পরামর্শ মতো জীবন পরিচালনা করে। তাঁদের কাছ থেকে ভালো আদর্শ বা সৎ জীবন যাপনের সহায়তা নেয়। তাদের অসুস্থতায়, বার্ধক্যে, নিঃসঙ্গতায় বা যে কোন প্রয়োজনে ছেলেমেয়েরা তাদের প্রতি ভালোবাসার মনোভাব রক্ষা করে তাদের সব ধরনের সাহায্য করে; যেমন নাজারেথে/নাসারতে যীশু মা-বাবার ও অন্যান্য সবার বাধ্য ছিলেন এবং তাদের সব রকম কাজে সহায়তা করেছেন। সাধু পৌল এ প্রসঙ্গে বলেন "সন্তানেরা প্রভুতে তোমরা পিতামাতার বাধ্য হও, ও গুরুজনদের সম্মান কর কারণ তা করা সত্যিই মঙ্গলজনক।"

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন এবং শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। এরপর পূর্ব জ্ঞান যাচাইয়ের জন্য যৌথ পরিবারের একটি ছবি/ ভিডিও ক্লিপ দেখিয়ে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন।

১. ছবিতে/ ভিডিও ক্লিপে তোমরা কী দেখতে পাচ্ছো?

২. কে তোমাদের যত্ন নেন?

৩. তোমাদের পরিবারে পিতা-মাতা ছাড়া আর কে কে আছে ?

৪. তোমাদের পরিবারে কে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ?

৫. তাদের সঙ্গে তোমাদের আচরণ কেমন?

- শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উত্তর শোনার জন্য কিছুক্ষণ সময় দিবেন। চার পাঁচ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। ভুল উত্তর দিলেও গ্রহণ করবেন। যদি কেউ উত্তর না দেয় তবে যে কোন একজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন।
- শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠ ঘোষণা করে পাঠ শিরোনাম 'পিতা-মাতা ও গুরুজনদের প্রতি দায়িত্ব ' বোর্ডে লিখবেন।
- তোমার জন্মের পর কে তোমাকে প্রথম আদর করে কোলে নিয়েছে? পিতা-মাতা ও গুরুজন সন্তানের জন্য কী কী করে থাকেন? সন্তান হিসেবে তাদের প্রতি আমাদের করণীয় কী? আজ আমরা সে সম্পর্কে জানবো আর কিছু মজার কাজের মাধ্যমে এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করবো।

- শিক্ষক এবার মূল প্রশ্নটি "পিতা-মাতা ও গুরুজনদের সম্মান করার গুরুত্ব বলতে কী বুঝি" বোর্ডে লিখবেন।

উপস্থাপন ও আলোচনা

- শিক্ষক এবার একটি পরিবারের পোস্টার বা ভিডিও ক্লিপ দেখতে উৎসাহিত করবেন। শিক্ষার্থীরা তা পর্যবেক্ষন করবে। তারপর এক এক করে যা দেখেছে তা বলবে ও শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন।
- দলগত কাজ: শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে ৪/৫টি দলে ভাগ করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবেন। পোস্টার/ভিডিও ক্লিপ দেখে তারা যা বুঝতে পেরেছে তা দলে আলোচনা করবে। শিক্ষার্থীরা বলবে এবং শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন।

সতর্কতা

ছবি/পোস্টার/ভিডিও ক্লিপ দেখার সময় কিছু সতর্কতা অবলম্বনের জন্য শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিবেন।

শিক্ষক প্রশ্ন করবেন: তোমরা পোস্টার/ভিডিও ক্লিপে কী কী দেখেছ?

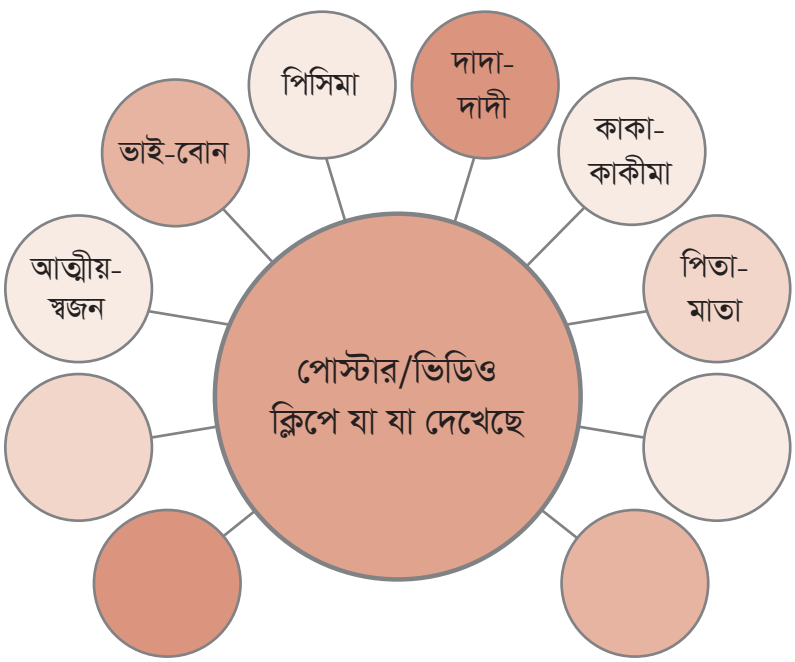

বিশেষ নির্দেশনা: বিশেষ নির্দেশনা: যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণারও ব্যবহার করতে হবে। প্রশ্ন করা, কোন কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি উপস্থাপনের জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন মডেল ব্যবহার করবেন।

সুতরাং আমরা সবাই যৌথ পরিবারে গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা ও গুরুত্ব সম্পর্কে বুঝতে পেরেছি।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমের মাধ্যমে পারদর্শিতার সূচক ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

সারসংক্ষেপ

পিতা-মাতা ও গুরুজনদের ভালোবাসার ফসল আমরা। ছেলে-মেয়ে, পিতা-মাতা, অন্যান্য সবাই মিলে যৌথ পরিবার। সবার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ ও বাধ্য থাকা আমাদের সকলের দায়িত্ব। তাদের বার্ধক্যে ও পীড়ায় ভালোবাসবো ও যত্ন করবো।

পাঠের সমাপ্তি

সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে শিক্ষক আজকের পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠঃ ২

শিখনফল : ৩.১.২ শিক্ষক, পিতা-মাতা ও গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ করার উপায়সমূহ শনাক্ত করতে পারবে।

পাঠের শিরোনাম : আদর্শ শিক্ষাগুরু যীশুখ্রীষ্ট

শিখন পদ্ধতি/ কৌশল : আলোচনা, দলগত ও একক কাজ, পর্যবেক্ষণ, প্রদর্শন ও প্রশ্নোত্তর, গল্প বলা।

শিখন-শেখানো উপকরণ : উপদেশ দানরত যীশুর ছবি/পোস্টার/শ্রেণিকক্ষে পাঠদানরত শিক্ষকের ছবি/ পোস্টার/ভিডিও ক্লিপ।

বিষয়বস্তু

ঈশ্বরপুত্র যীশু সবাইকে ভালোবাসেন, যত্ন করেন। তিনি আমাদের শিক্ষক, গুরু ও পরিচালক। তিনি শিশুদের বেশি ভালোবাসেন এবং গুরুত্ব দেন। একদিন পিতা-মাতা তাদের ছেলেমেয়েদের যীশুর কাছে নিয়ে এলো। কেউ কেউ কোলে করেও শিশুদের নিয়ে এলো। তারা চাচ্ছিলেন যেন যীশু তাদের ছেলেমেয়েদের আশীর্বাদ করেন, কিন্তু ভিড়ের জন্য তারা সামনে যেতে পারছিলেন না। যীশুর শিষ্যেরা একটু বিরক্ত হয়ে তাদের দূরে সরিয়ে দিতে শুরু করলে যীশু তাদের ধমক দিয়ে শিশুদের তাঁর কাছে ডেকে নিলেন এবং আশীর্বাদ করলেন। শিষ্যেরা আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে যীশু ছেলেমেয়েদের কত বেশী ভালোবাসেন এবং গুরুত্ব দেন। যীশুর শিক্ষানুসারে শিক্ষকগণ, ছেলেমেয়েদের ভালোবাসা ও সহানুভূতি নিয়ে শিক্ষাদান করেন। পিতামাতাগণ শিক্ষকদের হাতেই ছেলেমেয়েদের গঠন দানের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন। শিক্ষক প্রকৃত মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে তাদের সহায়তা দেন। যীশু ও শিশুদের মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সেই একই ধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠে শিক্ষক ও ছেলেমেয়েদের মধ্যে। এ সম্পর্ক খুবই গভীর এবং মধুময়। জ্ঞান লাভের সাথে সাথে তাদের ভালো গুণগুলোও ছেলেমেয়েরা অনুসরণ করে। ছাত্র ছাত্রীরা শিক্ষককে শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভক্তি করে যেভাবে যীশুর প্রতি করে। অপরদিকে পিতা-মাতা ও গুরুজন এবং শিক্ষকও ছাত্র ছাত্রীদের সন্তানতুল্য ভালোবাসেন যেমন যীশু শিশুদের ভালোবাসেন। সাধু পৌলও সবাইকে অনুরোধ জানান যেন পিতা-মাতা, শিক্ষাগুরু ও গুরুজনদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল হই, মর্যাদা দেই, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। এরপর শিক্ষক পূর্বজ্ঞান যাচাই এর জন্য পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও গুরুজনদের প্রণাম/নমস্কার জানাচ্ছে এমন ছবি দেখিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন-

১. ছবিতে তোমরা কী দেখতে পাচ্ছো?

২. গুরুজনদের প্রতি কেমন আচরণ করছে?

৩. পিতা-মাতা ছাড়া আর কাকে কাকে তোমরা শ্রদ্ধা কর?

৪. কী কী উপায়ে বড়দের শ্রদ্ধা জানানো যায়?

৫. তোমরা বড়দের কেন শ্রদ্ধা কর?

- উত্তর পাবার জন্য একটু সময় অপেক্ষা করবেন। ২/৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। উত্তর ভুল হলেও তা গ্রহণ করবেন।
- শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পাওয়া উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষার্থীদের উত্তরের আলোকে আজকের পাঠ ঘোষণা করে পাঠ শিরোনাম 'আদর্শ শিক্ষাগুরু যীশুখ্রীষ্ট' বোর্ডে লিখবেন এবং পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন।

আজ আমরা দেখতে পেয়েছি যে গুরুজন ও বড়রাই আমাদের সত্যিকারের আদর্শ। আদর্শ ব্যক্তি বলতে কী বুঝি? আমাদের সবার আদর্শ ব্যক্তি কে? তাঁর প্রতি আমাদের করণীয় কী? তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সম্পর্কে কিছু মজার কাজের মাধ্যমে এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে চেষ্টা করবো।

- শিক্ষক বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি "আদর্শ শিক্ষাগুরু ও গুরুজনদের প্রতি কীভাবে শ্রদ্ধা জানাতে পারি" লিখবেন।

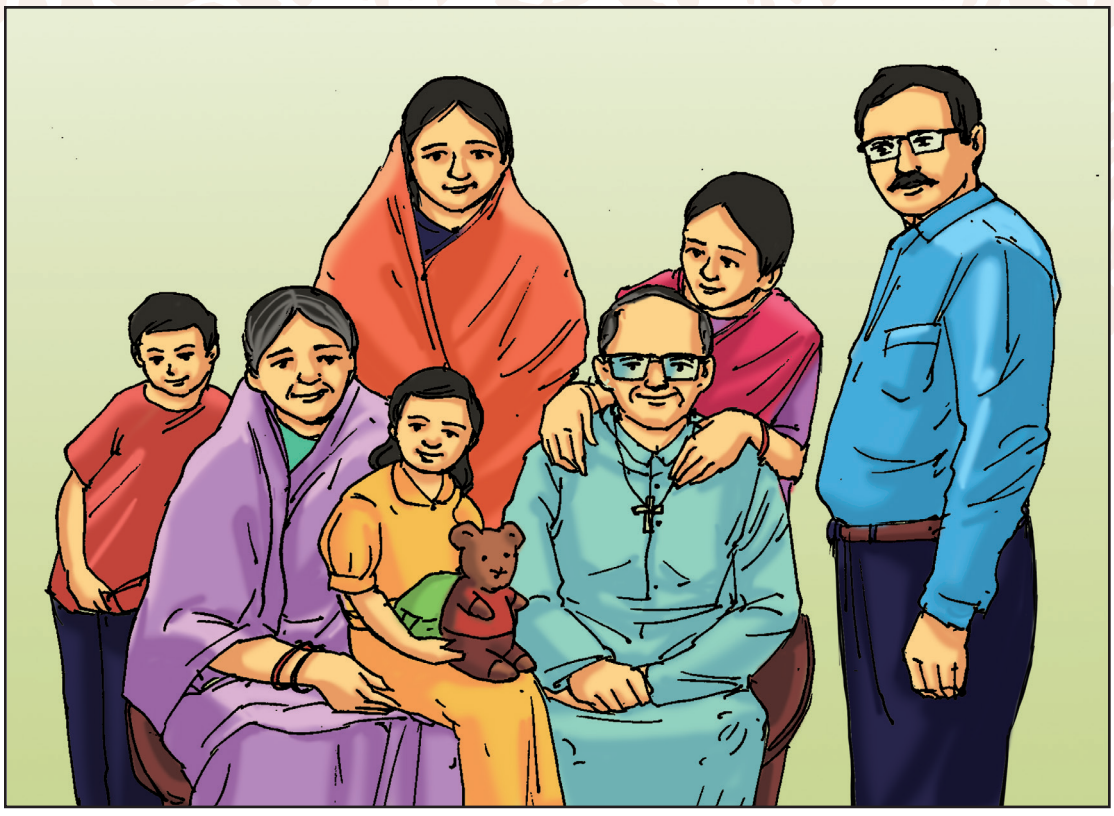

একক কাজ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে ভিডিও ক্লিপ/পোস্টার দেখাবেন। তারা কী কী লক্ষ্য করবে সে বিষয়ে পরিস্কার ধারণা দিবেন যাতে তারা সব কিছু লক্ষ্য করে মনে রাখতে চেষ্টা করে। ভিডিও ক্লিপ দেখা শেষ হলে তারা মজার মজার কাজ করবে। তারা যা দেখেছে তা মনে রাখবে এবং একজন একজন করে উত্তর দিবে। তাদের উত্তর ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। উত্তর ভুল হলেও শিক্ষক তা গ্রহণ করবেন।

সতর্কতা

ভিডিও ক্লিপ/পোস্টার দেখার সময় হৈচৈ এড়ানোর জন্যে শিক্ষার্থীদেরকে কিছু সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশনা দিবেন।

শিক্ষার্থীরা যা যা দেখেছে তার একটি তালিকা তৈরি করবেন। শিক্ষার্থীরা বলবে এবং শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন।

উপস্থাপন ও আলোচনা

শিক্ষক প্রশ্ন করবেন: তোমরা পোস্টার/ভিডিও ক্লিপে কী কী দেখেছ?

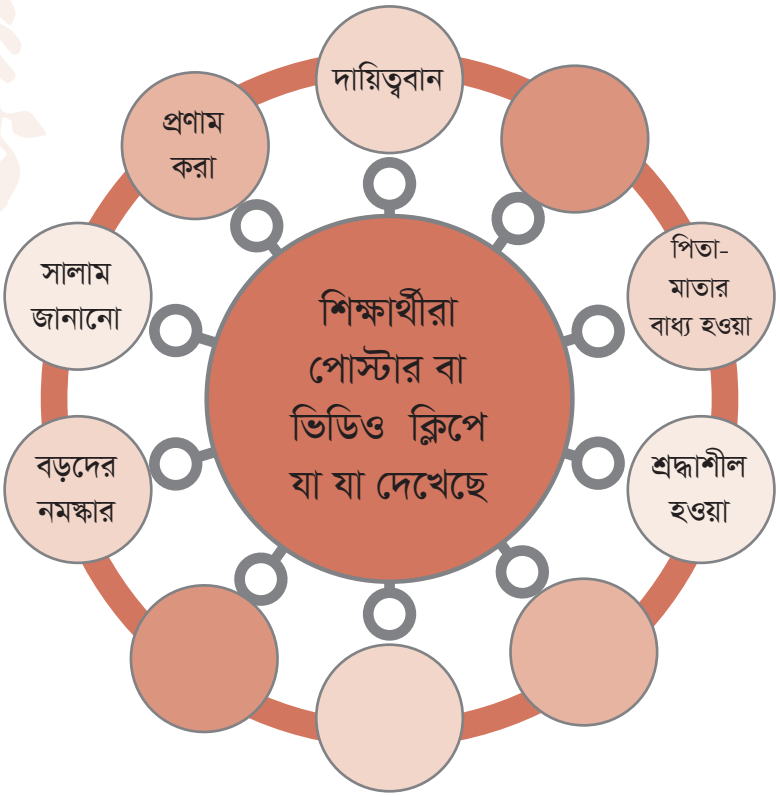

বিশেষ নির্দেশনা:
যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণারও ব্যবহার করতে হবে। প্রশ্ন করা, কোন কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি উপস্থাপনের জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন মডেল ব্যবহার করবেন।

সুতরাং আমরা সবাই যৌথ পরিবারে গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা ও গুরুত্ব সম্পর্কে বুঝতে পেরেছি ।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ের পারদর্শিতার সূচক ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

সারসংক্ষেপ

আজ আমরা দেখতে পেয়েছি পরিবারে ও সমাজে পিতা-মাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অন্যান্য প্রিয় ব্যক্তিরা থাকেন। তারা আমাদের জীবন গঠনে সব ধরনের সাহায্য করেন। তাছাড়া পাড়া-প্রতিবেশীরাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেন। তাই আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করে নিজেদের জীবনে অনুশীলন করবো যাতে আমরাও শ্রদ্ধাশীল হতে পারি।

পাঠের সমাপ্তি

সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে শিক্ষক আজকের পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠঃ ৩

শিখনফল : ৩.১.৩ শিক্ষক, পিতা-মাতা ও গুরুজনদের শ্রদ্ধা করতে পারবে।

পাঠের শিরোনাম : শ্রদ্ধাশীল হওয়া

শিক্ষণপদ্ধতি/ কৌশল : আলোচনা, দলগত ও একক কাজ, পর্যবেক্ষণ, প্রদর্শন ও প্রশ্নোত্তর, গল্প বলা, মাথা খাটাও।

শিখন-শেখানো উপকরণ : যৌথ পরিবারের ছবি/ পোস্টার/ ভিডিও ক্লিপ ইত্যাদি।

বিষয়বস্তু

জুয়েল ও নোয়েল দু'বন্ধু একই পাড়ায় থাকে। এক সঙ্গে পড়াশোনা করে। জুয়েল চঞ্চল, একগুয়ে, জেদী এবং সে শিক্ষক ও গুরুজনদের কথা অমান্য করে, অবাধ্য হয়। অন্য দিকে নোয়েল শান্ত, ধীরস্থির, নম্র, ভদ্র এবং সব কিছুকে সহজে মেনে নিতে পারে। সে শিক্ষক ও গুরুজনদের শ্রদ্ধা করে।

দু'জনেই পড়াশুনায় মোটামুটি ভাল। আস্তে আস্তে দু'জনেই বড় হতে থাকে। জুয়েল স্কুলে শিক্ষকদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে। তার মা-বাবা সবকিছু জেনেও কিছু বলেনা। এভাবে জুয়েল খারাপ ছেলেদের সাথে মিশতে শুরু করে এবং তার জীবন ধ্বংসের পথে চলে যায়। তার পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়। নোয়েল রীতিমতো পড়াশুনা চালিয়ে যায়, প্রতিদিন প্রার্থনা করে, মাঝে মাঝে গির্জায় যায়। যীশু ও ঈশ্বরের প্রতি সে সব সময় ভক্তি প্রদর্শন করে। ধীরে ধীরে সে বড় হয়ে এক জন নামী-দামী ডাক্তার হয়। সে খুব কম টাকায় রোগীর সেবা করতো এবং সপ্তাহে একদিন দরিদ্রদের জন্য ফ্রি সেবা দিত। সবাই তাকে খুব শ্রদ্ধা করতো ও ভালবাসতো। সে যীশুর অনুকরণে একজন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির মতই চলাফেরা করতো আর সমাজে সবাইকে শ্রদ্ধা করতো। তার সেবা কাজের পরেও পারিবারিক প্রার্থনায় অংশ নিতো এবং সবার সাথে সুন্দর আচরণ করতো। মানুষের প্রতি তার মধুর ও সুন্দর ব্যবহারে সবাই খুব মুগ্ধ ছিল।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন এবং শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। তিনি বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও পাঠের শিরোনাম লিখবেন। এরপর পূর্ব জ্ঞান যাচাইয়ের জন্য কয়েকজন শিক্ষার্থী তাদের একজন শিক্ষককে প্রণাম জানাচ্ছে সে ধরনের একটি ছবি/ ভিডিও ক্লিপ দেখিয়ে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন।

১. ছবিতে/ ভিডিও ক্লিপে তোমরা কী দেখতে পাচ্ছো?

২. কারা প্রণাম করছে?

৩. কাকে প্রণাম করছে?

৪. তোমরা কী শিক্ষক ও গুরুজনদেরকে প্রণাম কর?

৫. কেন প্রণাম কর?

- শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উত্তর শোনার জন্য ৫-৭ সেকেন্ড সময় দিবেন। চার পাঁচ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। ভুল উত্তর দিলেও গ্রহণ করবেন। যদি কেউ উত্তর না দেয় তবে যে কোন একজনকে উত্তর দিতে সাহায্য করবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরের ভিত্তিতে অন্যদের মতামত শুনবেন।

- শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম 'শ্রদ্ধাশীল হওয়া' বোর্ডে লিখবেন ও পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন।

শ্রদ্ধাশীল হওয়া বলতে কী বুঝ? তোমরা কী সেই ধরনের হতে চেষ্টা কর? কিভাবে কর? তোমার জীবনটা কেমন হলে ভালো হতো? আজ আমরা সে সম্পর্কে জানবো আর কিছু মজার কাজের মাধ্যমে এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করবো। এবার মূল প্রশ্নটি "শ্রদ্ধাশীল হওয়ার জন্য তুমি কী করবে" তা বোর্ডে লিখবেন।

একক কাজ

শিক্ষক পোস্টার/ভিডিও ক্লিপ দেখতে উৎসাহিত করবেন। তাদেরকে ৪/৫টি দলে ভাগ করবেন। তারা কী কী লক্ষ্য করবে তার প্রয়োজনীয় ধারণা দিবেন যাতে তারা সবকিছু ভালোমত খেয়াল করে ও মনে রাখতে চেষ্টা করে। এরপর তারা বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে তা দলে বলবে। তারপর এক এক করে বলবে। তাদের উত্তর ভুল হলেও শিক্ষক তা গ্রহণ করবেন ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিবেন।

সতর্কতা

ছবি/পোস্টার/ভিডিও ক্লিপ দেখার সময় কিছু সতর্কতা অবলম্বনের জন্য শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিবেন।

উপস্থাপন ও আলোচনা

শিক্ষক প্রশ্ন করবেন: তোমরা পোস্টার/ভিডিও ক্লিপে কী কী দেখেছ?

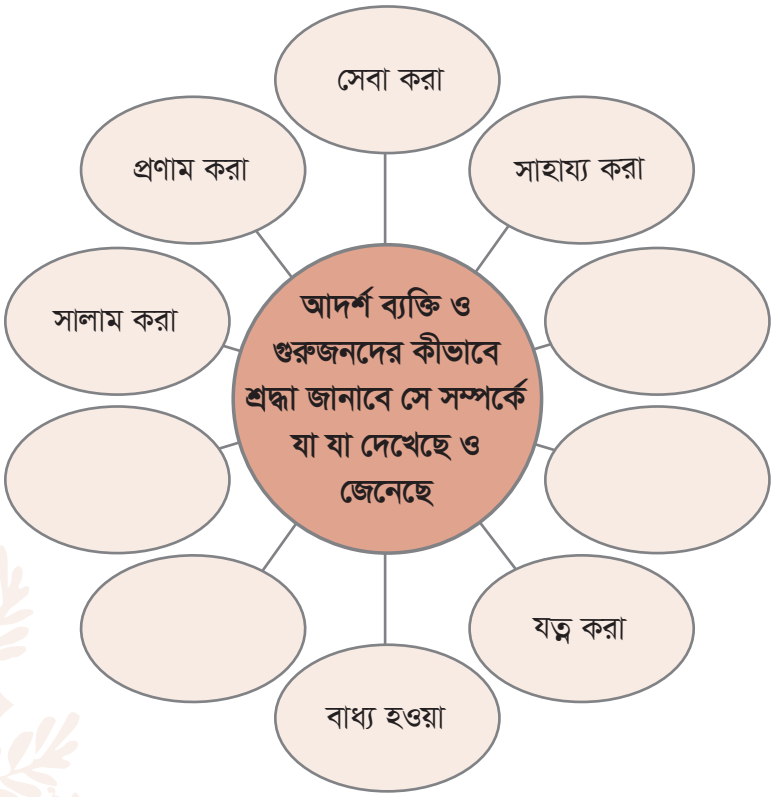

বিশেষ নির্দেশনা:
যুক্তি নির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণারও ব্যবহার করতে হবে। প্রশ্ন করা, কোন কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি উপস্থাপনের জন্য হাতের চিহ্ন সহ ধারাবাহিক মূল্যায়ন মডেল ব্যবহার করবেন।

সুতরাং আমরা সবাই গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করেছি।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

- শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ের পারদর্শিতার সূচক ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

সারসংক্ষেপ

আজ আমরা দেখতে পেয়েছি পরিবারে ও সমাজে পিতা-মাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অন্যান্য প্রিয় ব্যক্তিরা থাকেন। তারা আমাদের জীবন গঠনে সব ধরনের সাহায্য করে। তাছাড়া পাড়া-প্রতিবেশীরাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেন। তাই আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করে নিজেদের জীবনে অনুশীলন করবো যাতে আমরাও শ্রদ্ধাশীল হতে পারি। পরবর্তী পাঠে আমরা বাইবেল সম্পর্কে জানতে পারবো।

পাঠের সমাপ্তি

সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে শিক্ষক আজকের পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পারদর্শিতার সূচক

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার সূচক (PI) নম্বর	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা		
			ভালো	খুব ভালো	উত্তম
৩.১ পিতামাতা ও গুরুজনদের সম্মান করার গুরুত্ব বুঝে তাদেরকে শ্রদ্ধা করতে পারছে।	০৮.০২.০৩.০১	পিতা-মাতা, শিক্ষক ও গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান করার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারছে।	পিতা-মাতা ও গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর উপায়সমূহ চিহ্নিত করতে পেরেছে।	পিতা-মাতা ও গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব রেখে তাদের সাথে যথাযথ আচরণ করেছে।	পিতা-মাতা ও গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে তাদের মতামত ও ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে যেকোনো পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে তা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে।

অধ্যায়

৪

চতুর্থ অধ্যায়

পবিত্র বাইবেল

(সহায়ক গ্রন্থ: বাইবেল পরিচিতি)

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৪.১ পবিত্র বাইবেল সম্পর্কে ধারণা লাভ করে দৈনন্দিন জীবনে বাইবেলের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হতে পারা।

৪.২ অন্য তিনটি প্রধান ধর্মের (ইসলাম, হিন্দু ও বৌদ্ধ) পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নাম জেনে শ্রদ্ধাশীল হতে পারা।

শিখনফল

৪.১.১ পবিত্র বাইবেল সম্পর্কে বলতে পারবে।

৪.১.২ মঙ্গল সমাচার (সুসমাচার) লেখকদের নাম-পরিচয় বলতে পারবে।

৪.১.৩ দৈনন্দিন জীবনে বাইবেলের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৪.১.৪ দৈনন্দিন জীবনে বাইবেলের শিক্ষা অনুসরণ করতে পারবে।

৪.২.১ বাংলাদেশের অন্য তিনটি প্রধান ধর্মের (ইসলাম, হিন্দু ও বৌদ্ধ) পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নাম বলতে পারবে।

৪.২.২ নিজ ধর্ম ও অন্যান্য ধর্মের পবিত্র ধর্মসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণের উপায়সমূহ চিহ্নিত করতে পারবে।

পাঠ সংখ্যা: ০৪

পাঠঃ ১

শিখনফল : ৪.১.১ পবিত্র বাইবেল সম্পর্কে বলতে পারবে।

পাঠের শিরোনাম : পবিত্র বাইবেল

শিখন পদ্ধতি/কৌশল : আলোচনা, দলগত কাজ, একক কাজ, পর্যবেক্ষণ ও প্রশ্নোত্তর।

শিখন-শেখানো উপকরণ : পবিত্র বাইবেল/পোস্টার/ভিডিও ক্লিপ/ছবি ইত্যাদি।

বিষয়বস্তু

'পবিত্র বাইবেল' খ্রীষ্ট ধর্ম অনুসারীদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। এখানে ঈশ্বরের পবিত্রবাণী লেখা আছে। পবিত্র বাইবেলের প্রধান দু'টি অংশ রয়েছে। পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়ম। অনেকগুলো পুস্তক নিয়ে একটি ধর্মগ্রন্থ বাইবেল। পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়ম অংশে যীশু খ্রীষ্টের জন্ম থেকে সব ধরনের ঘটনাবলী ও কাজ সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। অন্যদিকে পুরাতন নিয়মে যীশুর জন্মের বিষয়ে সদাপ্রভু জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি, ধার্মিক ও ভাববাদীদের মাধ্যমে যা প্রকাশ করেছেন তা রয়েছে। এসব সম্পর্কে আমরা যতই বড় হবো ততই জানতে পারবো এবং শিক্ষক ও বড়দের কাছ থেকে আমরা অনেক বিষয় গল্পের মাধ্যমে জানতে পারি। নতুন নিয়মে মোট ২৭টি ও পুরাতন নিয়মে মোট ৪৫টি (প্রটেস্ট্যান্ট মন্ডলী মতে ৩৯টি) নিয়ে বাইবেলে সর্বমোট ৭২/৬৬টি পুস্তক আছে।

শিখন-শেখানো কার্যাবলী

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- তিনি বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও পাঠের শিরোনাম লিখবেন। এরপর শিক্ষক পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণির খ্রীষ্টধর্ম বইয়ের একটি ছবি দেখিয়ে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো করবেন-
  ১. তোমরা ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছো?
  ২. এ বইতে কী কী আছে?
  ৩. এ বইটির নাম কী?
  ৪. আমাদের ধর্মে এ ধরনের কোন বই আছে?
- উত্তর পাবার জন্য অপেক্ষা করবেন। ২/৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। উত্তর ভুল হলেও তা গ্রহণ করবেন।
- শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পাওয়া উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের উত্তরের আলোকে আজকের পাঠের শিরোনাম 'পবিত্র বাইবেল' ঘোষণা করে বোর্ডে লিখবেন। তিনি আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন।
- শিক্ষক বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি "পবিত্র বাইবেল সম্পর্কে জেনে কীভাবে ধর্ম পালনে উৎসাহিত হতে পারো" লিখবেন।

একক কাজ

শিক্ষক পবিত্র বাইবেল সম্পর্কে সহজ করে শিক্ষার্থীদের কাছে বলবেন এবং ভিডিও ক্লিপ/পোস্টার/ছবি দেখাবেন। প্রত্যেকে বাইবেল সম্পর্কিত শিক্ষকের প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করবে। শিক্ষার্থীরা বলবে শিক্ষক তা বোর্ডে লিখবেন।

সতর্কতা

শ্রেণিকক্ষের ভিতরে ছবি পর্যবেক্ষণের সময় হৈচৈ এড়ানোর জন্যে শিক্ষার্থীদের সতর্ক করবেন।

উপস্থাপন ও আলোচনা

শিক্ষক প্রশ্ন করবেন: তোমরা পবিত্র বাইবেল সম্পর্কে কী কী জানো?

দলগত কাজ

শিক্ষার্থীরা দলে প্রশ্নটির উত্তর আলোচনা করবে। শিক্ষার্থীরা উত্তর বলবে এবং শিক্ষক বোর্ডে/পোস্টারে প্রদত্ত ছকের মধ্যে লিখবেন। এভাবে শিক্ষার্থীরা বাইবেল সম্পর্কে জানবে।

বিশেষ নির্দেশনা:
যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ ভুল ধারণারও ব্যবহার করতে হবে। প্রশ্ন করা, কোন কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি উপস্থাপনের জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন মডেল ব্যবহার করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

- শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ের পারদর্শিতার সূচক ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

সারসংক্ষেপ

পবিত্র বাইবেল সম্পর্কে আমরা এপাঠে কিছু বিষয় শিখেছি। বাইবেল কেন পবিত্র ও কেন আমরা বাইবেলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবো সে সম্পর্কে বুঝতে পেরেছি। পরবর্তী পাঠে আমরা পবিত্র বাইবেলে মঙ্গলসমাচার /সুসসমাচার সম্পর্কে জানতে পারবো।

পাঠের সমাপ্তি

সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে শিক্ষক আজকের পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠঃ ২

শিখনফল : ৪.১.২ মঙ্গল সমাচার/সুসমাচার লেখকদের পরিচিতি বলতে পারবে।

পাঠের শিরোনাম : পবিত্র মঙ্গল সমাচার/সুসমাচার

শিখন পদ্ধতি/কৌশল : আলোচনা/পোস্টার/প্ল্যাকার্ড/ছবি প্রদর্শন/জোড়ায় কাজ/প্রশ্নোত্তর।

শিখন-শেখানো উপকরণ : পবিত্র বাইবেলের চারজন সুসমাচার লেখকের নামের প্ল্যাকার্ড/ভিডিও ক্লিপ/পোস্টার।

বিষয়বস্তু

'পবিত্র বাইবেল' খ্রীষ্টধর্ম অনুসারীদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। গত পাঠে আমরা দেখেছি, পবিত্র বাইবেল দুই ভাগে বিভক্ত- 'নতুন নিয়ম' ও 'পুরাতন নিয়ম'। নতুন নিয়মে রয়েছে মোট ২৭টি পুস্তক। এই ২৭টি পুস্তকের প্রথম চারটি যীশুখ্রীষ্টকে নিয়ে লেখা, অর্থাৎ তাঁর জীবনী ,শিক্ষা, আশ্চর্য কাজ, ক্রুশীয় মৃত্যু, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ নিয়ে লেখা হয়েছে। যা আমাদের সবার জন্য শিক্ষণীয় ও অনুকরণীয়। এ চারটি পুস্তককে বলা হয় মঙ্গলসমাচার বা সুসমাচার। পুস্তকগুলো হলো– মথি, মার্ক, লুক ও যোহন। চারজন লেখক যীশুর জন্ম থেকে শুরু করে অনেক বিষয় নিয়ে লিখেছেন। এক একজন লেখক এক এক রকম ভাবে লিখেছেন। অনেকে মনে করেন যীশু এ পৃথিবী থেকে স্বর্গে যাবার পর পরই এই চারজন লেখক ঈশ্বরের বিশেষ অনুপ্রেরণায় সুসমাচার/মঙ্গলসমাচার লিখেছেন। যদিও এ পুস্তকগুলো অনেক বছর আগে লেখা হয়েছে তবুও ঘটনাগুলো সত্য এবং মানুষের পাপ থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা যীশুর বাণী ও তাঁর কথা এই চারটি সুসমাচার পড়ে জানতে চেষ্টা করবো।

শিখন-শেখানো কার্যাবলী

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। এরপর শিক্ষক পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য একটি পবিত্র বাইবেল দেখিয়ে নিম্নোক্ত প্রশ্ন গুলো করবেন-

১. তোমরা আমার হাতে কী দেখতে পাচ্ছো?

২. পবিত্র বাইবেলের কয়টি ভাগ আছে ও কী কী?

৩. নতুন নিয়মে মোট কয়টি পুস্তক রয়েছে?

৪. এগুলি কখন লেখা হয়েছে?

৫. যীশুর জীবন, শিক্ষা, কাজ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কোন ধরনের পুস্তক লেখা হয়েছে ?

- উত্তর পাবার জন্য কিছু সময় অপেক্ষা করবেন। ২/৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। উত্তর ভুল হলেও তা গ্রহণ করবেন।
- শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পাওয়া উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন।
- শিক্ষার্থীদের উত্তরের আলোকে শিক্ষক বোর্ডে পাঠের শিরোনাম 'পবিত্র মঙ্গলসমাচার/সুসমাচার' লিখবেন।
- শিক্ষক পবিত্র বাইবেলের চারটি সুসমাচার সম্পর্কে সহজ করে শিক্ষার্থীদের কাছে বলবেন অথবা ভিডিও ক্লিপ/পোস্টার দেখাবেন।

উপস্থাপন ও আলোচনা

একক কাজ: তোমরা ভিডিও ক্লিপে কী কী দেখেছো?

শিক্ষার্থীরা এক এক করে উত্তর বলবে এবং শিক্ষক তা বোর্ডে লিখবেন।

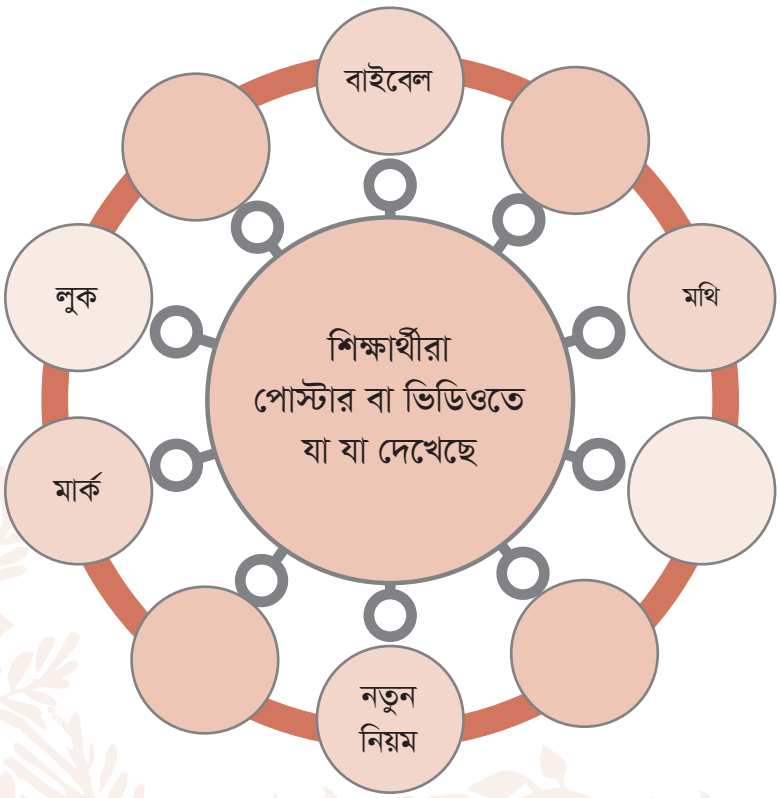

বিশেষ নির্দেশনা:
যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণারও ব্যবহার করতে হবে। প্রশ্ন করা, কোন কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি উপস্থাপনের জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন মডেল ব্যবহার করবেন।

জোড়ায় কাজ

শিক্ষার্থীদের ৭/৮ মিনিটের জন্য চার জন সুসমাচার লেখকদের নাম লেখা প্ল্যাকার্ড/ভিডিও ক্লিপ/পোস্টার ভাল করে দেখতে বলবেন। তারা যা যা দেখেছে জোড়ায় আলোচনা করে তার একটি তালিকা তৈরি করবে। শিক্ষার্থীরা বলবে এবং শিক্ষক তা বোর্ডে লিখবেন।

সতর্কতা

শ্রেণিকক্ষের ভিতরে প্ল্যাকার্ড পর্যবেক্ষণের সময় হৈচৈ এড়ানোর জন্যে শিক্ষার্থীদের সতর্ক করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

- শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ের পারদর্শিতার সূচক ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

সারসংক্ষেপ

পবিত্র বাইবেল সম্পর্কে আমরা এপাঠে কিছু বিষয় শিখেছি। বাইবেল কেন পবিত্র ও কেন আমরা বাইবেলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবো সে সম্পর্কে বুঝতে পেরেছি। পরবর্তী পাঠে আমরা পবিত্র বাইবেল শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারবো।

পাঠের সমাপ্তি

সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে শিক্ষক আজকের পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠঃ ৩

শিখন ফল : ৪.১.৩ দৈনন্দিন জীবনে বাইবেল শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৪.১.৪ দৈনন্দিন জীবনে বাইবেলের শিক্ষা অনুসরণ করতে পারবে।

পাঠের শিরোনাম : দৈনন্দিন জীবনে বাইবেল শিক্ষার গুরুত্ব।

শিখন পদ্ধতি/কৌশল : আলোচনা/প্রশ্নোত্তর/দলগত কাজ

শিখন-শেখানো উপকরণ : পবিত্র বাইবেল/ছবি/ভিডিও ক্লিপ/পোস্টার।

বিষয়বস্তু

বাইবেল খ্রীষ্টিয়ান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের একমাত্র পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। বাইবেল ও চারটি সুসমাচার সম্পর্কে পূর্বের পাঠগুলির মাধ্যমে আমরা শিখেছি যে, বাইবেল ও সুসমাচার সম্পর্কে জানা ও বোঝা খুব প্রয়োজন। একজন ভাল ও বিশ্বস্ত খ্রীষ্টিয়ান হতে হলে, দেশের সুনাগরিক হতে হলে, খ্রীষ্টের মঙ্গলসমাচার বুঝতে হলে ও অন্যকে তা বলতে গেলে অবশ্যই আমাদের বাইবেলের শিক্ষাগুলো ভাল করে বোঝা ও গ্রহণ করা খুবই প্রয়োজন। শুধু বুঝলেই হবে না। বাইবেলের জীবনদায়ী ও মঙ্গলজনক শিক্ষাগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সঠিকভাবে অনুসরণ করে অনুশীলন করা একান্ত আবশ্যক। বাইবেল ভাল করে বুঝতে হলে প্রতিদিন নিজে নিজে কিংবা পরিবারের লোকদের সংগে বাইবেল পাঠ করা প্রয়োজন। পাঠ করার আগে এবিষয়ে প্রার্থনা করা উচিত যেন, পবিত্র আত্মা আমাদের বাইবেলের কঠিন বিষয়গুলো বুঝতে সাহায্য করেন। প্রতি রবিবার গির্জায়/চার্চে উপাসনায় বা প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করে বাইবেল পাঠ শোনা ও তার ব্যাখ্যা অনুধাবন করতে হবে। বাইবেলের মহান শিক্ষাগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনের চর্চায় ও আচার-আচরণে অনুশীলন করা খুবই গুরুত্বপুর্ণ। আর সেজন্যই আমাদের উচিত ঘরে বাইবেল পাঠ ও বাইবেলের শিক্ষা অনুসরণ করা।

শিখন-শেখানো উপকরণ

ছবি/ভিডিও ক্লিপ/পোস্টার ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। এরপর শিক্ষক পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য টেবিলে রাখা একটি পবিত্র বাইবেল দেখিয়ে বা ছবি/ভিডিও ক্লিপ/পোস্টার দেখিয়ে নিম্নের প্রশ্নগুলো করবেন-

১. তোমরা এখানে কী কী দেখতে পাচ্ছ?

২. তোমাদের বাড়িতে কী বাইবেল আছে?

৩. তোমাদের বাড়িতে কী প্রতিদিন বাইবেল পাঠ করা হয়?

৪. বাড়িতে বাইবেল পাঠের পর তোমরা কী করো?

- উত্তর পাবার জন্য কিছু সময় অপেক্ষা করবেন। ২/৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। উত্তর ভুল হলেও তা গ্রহণ করবেন।
- শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পাওয়া উত্তর গুলো বোর্ডে লিখবেন।

শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের আলোকে আজকের পাঠের মূলপ্রশ্ন "দৈনন্দিন জীবন-যাপনে বাইবেলের গুরুত্ব কী" লিখবেন

দলগত কাজ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৪/৫টি দলে ভাগ করবেন। বাইবেলের শিক্ষা গ্রহণ করা এবং সেগুলো আমাদের জীবনে কিভাবে চর্চা করা যায়, যেমন- প্রতিবেশীকে ভালবাসা সম্পর্কে যীশুর শিক্ষা কিভাবে বাস্তবে কাজে লাগানো যায় এমন সব বিষয়ে তারা আলোচনা করে দলগত ভাবে উত্তর দিবে।

সতর্কতা

শ্রেণিকক্ষের ভিতরে দলগত কাজ করার সময় বিড়ম্বনা এড়ানোর জন্যে শিক্ষার্থীদেরকে সতর্ক করবেন।

উপস্থাপন ও আলোচনা

একক কাজ: দৈনন্দিন জীবন-যাপনে বাইবেলের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষক সবাইকে বলতে উৎসাহিত করবেন।

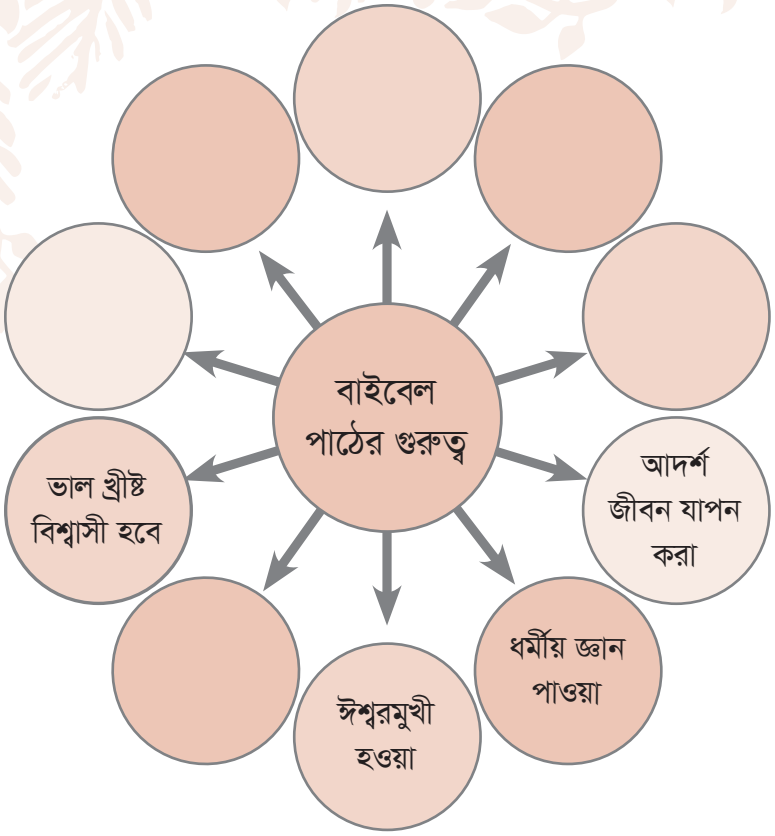

বিশেষ নির্দেশনা:
যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণারও ব্যবহার করতে হবে। প্রশ্ন করা, কোন কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি উপস্থাপনের জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন মডেল ব্যবহার করবেন।

সুতরাং শিক্ষার্থীরা বাইবেলের শিক্ষা ও তার গুরুত্ব সম্পর্কে বুঝতে পেরেছে।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

- শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ের পারদর্শিতার সূচক ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

সারসংক্ষেপ

বাইবেলের গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা এপাঠে কিছু শিখেছি। বাইবেল থেকে শিক্ষা গ্রহণ ও তার ব্যবহার কেন গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কে বুঝতে পেরেছি। পরবর্তী পাঠে আমরা দেশের অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে জানতে ও তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারবো।

পাঠের সমাপ্তি

সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে শিক্ষক আজকের পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠঃ ৪

শিখনফল : ৪.২.১ বাংলাদেশের অন্য তিনটি প্রধান ধর্মের (ইসলাম, হিন্দু ও বৌদ্ধ) পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নাম বলতে পারবে।

৪.২.২ নিজ ধর্ম ও অন্যান্য ধর্মের পবিত্র ধর্মসমুহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণের উপায়সমূহ চিহ্নিত করতে পারবে।

পাঠের শিরোনাম : বাংলাদেশের অন্যান্য প্রধান প্রধান ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমুহ।

শিখন পদ্ধতি/কৌশল : আলোচনা/দলগত কাজ/ধর্মগ্রন্থসমূহ প্রদর্শন/প্রশ্নোত্তর।

শিখন-শেখানো উপকরণ : পবিত্র কোরআন শরিফ / পবিত্র গীতা / পবিত্র ত্রিপিটক / ছবি / ভিডিওক্লিপ / পোস্টার।

বিষয়বস্তু

আমাদের দেশে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ আছে। চারটি প্রধান ধর্মের মানুষ একসংগে আমাদের এই প্রিয় মাতৃ ভূমি বাংলাদেশে বহুকাল ধরে বসবাস করছে। খ্রীষ্টধর্ম ছাড়াও আরও তিনটি প্রধান ধর্ম হচ্ছে ইসলাম, হিন্দু ও বৌদ্ধ। খ্রীষ্টধর্মের মতো অন্য তিনটি ধর্মেরও পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আছে। সেগুলো হচ্ছে, মুসলমানদের পবিত্র কোরআন শরিফ, হিন্দুদের পবিত্র গীতা ও বৌদ্ধদের পবিত্র ত্রিপিটক। প্রতিটি ধর্মই মানুষকে ভালো ও কল্যাণের পথ দেখায়। এজন্য সব ধর্মের লোকদের উচিত শুধু নিজের ধর্ম নয়, অন্য ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে জানা ও অত্যন্ত শ্রদ্ধার সংগে সম্মান করা। এজন্য খ্রীষ্টান হিসাবে আমাদেরও অন্য তিনটি ধর্মের ও ধর্ম গ্রন্থগুলোর নাম জানা, শ্রদ্ধাশীল হওয়া, ও তাদের ভালবাসা দেখানো প্রয়োজন। অন্য সব ধর্মের লোকদের সংগে সুন্দর সম্পর্ক রক্ষা করা ও মিলেমিশে থাকা আবশ্যক যেন সব ধর্মের লোকদের মাঝে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও শান্তি বিরাজ করে।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করবার পর শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। এরপর শিক্ষক পুর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য পবিত্র বাইবেল দেখিয়ে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো করবেন-

১. তোমরা এখানে কী দেখতে পাচ্ছো?

২. এটি কোন্ ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ?

৩. তোমাদের সংগে এখানে কী অন্য ধর্মের বন্ধু আছে?

৪. আমাদের দেশে প্রধান কয়টি ধর্মের মানুষ বসবাস করেন?

- উত্তর পাবার জন্য কিছু সময় অপেক্ষা করবেন। ২/৩ জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। উত্তর ভুল হলেও তা গ্রহণ করবেন।
- শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পাওয়া উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন।

শিক্ষার্থীদের উত্তরের আলোকে তিনি বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও পাঠের শিরোনাম লিখবেন। পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বুঝিয়ে বলবেন।

১. বাংলাদেশের প্রধান কয়টি ধর্ম ও কী কী?

২. আমাদের ধর্মগ্রন্থের সংগে অন্যান্য ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থের মিল কোথায়?

৩. কেন অন্য ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো প্রয়োজন?

এরপর শিক্ষক বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি "অন্য ধর্মগ্রন্থের নাম জানতে ও তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কী করা প্রয়োজন" লিখবেন।

দলগত কাজ

পবিত্র বাইবেল ছাড়া অন্যান্য ধর্মের ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে ছবি/পোস্টার নিয়ে কয়েকটি দলে আলোচনা করবে। দলগত কাজ অভিনয় করে একদল অন্য দলের ধর্মগ্রন্থের নাম জানতে চাইবে ও কীভাবে সম্মান করা যায় সে বিষয়ে প্রশ্ন করবে। এভাবে অন্য দল তাদের প্রশ্নের উত্তর দিবে। ক্লাশের সবাই তাদের কথা শুনে সব ধর্মগ্রন্থের নামগুলো জানবে। একই সাথে সেই সব ধর্মের লোকদের শ্রদ্ধা-সম্মান করতে শিখবে।

সতর্কতা

শ্রেণিকক্ষের ভিতরে দলে কাজ করার সময় বিড়ম্বনা এড়ানোর জন্যে শিক্ষার্থীদেরকে সতর্ক করবেন।

উপস্থাপন ও আলোচনা

একক কাজ: বাংলাদেশের প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থগুলো কী কীএবং তাদের প্রধান উৎসব কী কী এবিষয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের চিন্তা করতে বলবেন। এরপর শিক্ষার্থীরা বলবে এবং শিক্ষক তা বোর্ডে লিখবেন।

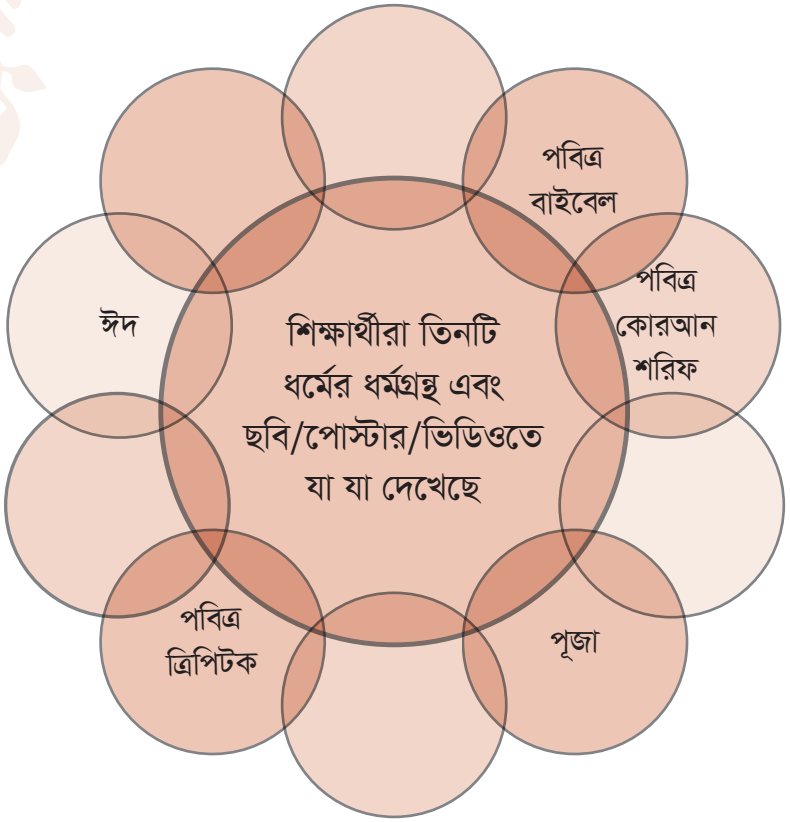

বিশেষ নির্দেশনা:
যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণারও ব্যবহার করতে হবে। প্রশ্ন করা, কোন কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি উপস্থাপনের জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন মডেল ব্যবহার করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

- শিক্ষক শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ের পারদর্শিতার সূচক ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

সারসংক্ষেপ

আমরা এ পাঠে অন্য তিনটি প্রধান ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নাম জানতে ও তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিষয়ে কিছু শিখেছি। এসব বিষয়ে জানা ও শ্রদ্ধা-সম্মান করা কেন গুরুত্বপুর্ণ সে সম্পর্কেও বুঝতে পেরেছি। পরবর্তী পাঠে আমরা পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ে জানতে পারবো।

পাঠের সমাপ্তি

সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে শিক্ষক আজকের পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পারদর্শিতার সূচক

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার সূচক (PI) নম্বর	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা		
			ভালো	খুব ভালো	উত্তম
৪.১ পবিত্র বাইবেল সম্পর্কে ধারণা লাভ করে দৈনন্দিন জীবনে বাইবেলের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হতে পারা।	০৮.০২.০৪.০১	খ্রীষ্টধর্মের পবিত্র বাইবেল সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করে বাইবেলের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে দৈনন্দিন জীবনে অনুশীলন করতে পারছে।	পবিত্র বাইবেলের শিক্ষণীয় দিকগুলো ব্যাখ্যা করতে পেরেছে ।	পবিত্র বাইবেলের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে দৈনন্দিন জীবনে দয়া, ক্ষমা ও ভালোবাসা অনুশীলন করতে অনুপ্রাণিত হয়েছে।	পবিত্র বাইবেলের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে দৈনন্দিন জীবনে দয়া, ক্ষমা ও ভালোবাসা অনুশীলন করে অন্যদের অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম হয়েছে।
৪.২ অন্য তিনটি প্রধান ধর্মের (ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ) পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নাম জেনে শ্রদ্ধাশীল হতে পারা।	০৮.০২.০৪.০২	বাংলাদেশের অন্যান্য ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে জেনে তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ করতে পারছে।	অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের নাম বলতে ও তার শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে পেরেছে।	তিনটি প্রধান ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে জেনে তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণের উপায়সমূহ চিহ্নিত করতে পেরেছে ।	ধর্মীয় সম্প্রীতি সম্পর্কে জেনে তাদের সংগে সংহতি প্রকাশ করতে ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে পেরেছে।

অধ্যায়

৫

পঞ্চম অধ্যায়

পরিবেশ সুরক্ষায় আমাদের দায়িত্ব

সামসংগীত/গীতসংহিতা ৬৫:৯-১৩ ,৯৫:৩-৫ ,

আদি পুস্তক ১:২৮-২৯ , গণনা পুস্তক ৩৫:৩৩-৩৪

এই অধ্যায়ে যা যা আছে-

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৫.১ ঈশ্বর-সৃষ্ট সুন্দর পরিবেশ দূষিত হওয়ার কারণ জেনে তা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষার দায়িত্ব নিতে পারা।

শিখনফল

৫.১.১ পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে বলতে পারবে।

৫.১.২ ঈশ্বর সৃষ্ট পরিবেশ দূষণের কারণ চিহ্নিত করতে পারবে।

৫.১.৩ ঈশ্বর সৃষ্ট পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে পারবে।

পাঠসংখ্যা: ০৩

পাঠঃ ১

শিখনফল : ৫.১.১ পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে বলতে পারবে।

পাঠের শিরোনাম : পরিবেশ দূষণ

শিক্ষণ পদ্ধতি/কৌশল : আলোচনা, ব্রেইন স্টর্মিং, দলগত কাজ, প্রদর্শন, পর্যবেক্ষণ, গল্পবলা, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো উপকরণ : জীর্ণ ও দূর্গন্ধময় তুরাগ/বুড়িগঙ্গা নদীর ছবি/ভিডিও ক্লিপ/পোস্টার/মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর।

বিষয়বস্তু

ঈশ্বর অনেক সুন্দর করে প্রকৃতি ও পরিবেশকে সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি মানুষকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন যেন এই পরিবেশকে যত্ন করে ও সুরক্ষা করে। ঈশ্বরের এমন সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকার পরও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের পরিবেশ দিনদিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। বাতাসের তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে, বাতাসে দূষিত উপাদান বেড়ে যাচ্ছে, খাল-বিল নদী-নালা পলিথিন ও বিভিন্ন দূষিত বর্জ্যে ভরে যাচ্ছে। ফলে পানি দূর্গন্ধময় ও ব্যবহার অনুপোযোগী হয়ে যাচ্ছে। পরিবেশ তার সৌন্দর্য হারাচ্ছে।

মানুষই যে এমন দায়িত্বহীন আচরণ করে পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই আমরা সকলে যেন ঈশ্বর-সৃষ্ট এই সুন্দর পৃথিবীর পরিবেশকে বাসযোগ্য ও উপভোগ্য রাখার জন্য দায়িত্বশীল আচরণ করি এবং ঈশ্বরের নির্দেশের বাধ্য থাকি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

- আজকের পাঠের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য একটি কারখানার রাসায়নিক বর্জ নদীতে এসে পড়ছে এমন একটি ছবি দেখিয়ে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন।

  ১. ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছো?

  ২. কল-কারখানা থেকে কী বের হচ্ছে?

  ৩. এটি নদীর পানিকে কী করছে?

  ৪. এই নদীর পানি ব্যবহার করলে কী ক্ষতি হতে পারে?

  ৫. তোমরা কী তোমাদের আশেপাশে কোথাও এমন দূষিত নদী বা খাল-বিল দেখেছো?

  ৬. এই পানির রং সবুজ/কালো কেন?

- শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উত্তর পাবার জন্য কিছুক্ষণ সময় অপেক্ষা করবেন। দুই তিন জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। উত্তর ভুল হলেও তা গ্রহণ করে সঠিক উত্তর দিতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের অধ্যায় ও শিরোনাম বোর্ডে লিখে দিবেন।

উপস্থাপন ও আলোচনা

- শিক্ষক বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি "পরিবেশ দূষণ বলতে কী বুঝ" লিখবেন।
- শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের আলোকে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে আশেপাশের একটি দূষিত নদী/খাল/বিলের দৃশ্য দেখার জন্য বাইরে নিয়ে যাবেন। শিক্ষক তাদেরকে স্পষ্ট নির্দেশনা দিবেন যেন তারা সকলে শৃংখলা মেনে চলে এবং মনোযোগ সহকারে দূষিত নদী/খাল/বিল পর্যবেক্ষণ করে। শিক্ষার্থীদের বলে দিবেন তারা যা যা দেখবে তা তাদের সকলকেই বলতে হবে। তারা পানির গন্ধ, রং, পোকা-মাকড় বা আর কী কী আছে তা খেয়াল করবে। পর্যবেক্ষণ করার জন্য কিছুক্ষণ সময় দিবেন।

দলগত কাজ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করবেন। তারা যা দেখেছে বা বুঝেছে তা দলে আলোচনা করে বলতে বলবেন। পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা কী কী দেখেছে ও জেনেছে তা একে একে শিক্ষককে বলবে এবং শিক্ষক তা বোর্ডে লিখবেন।

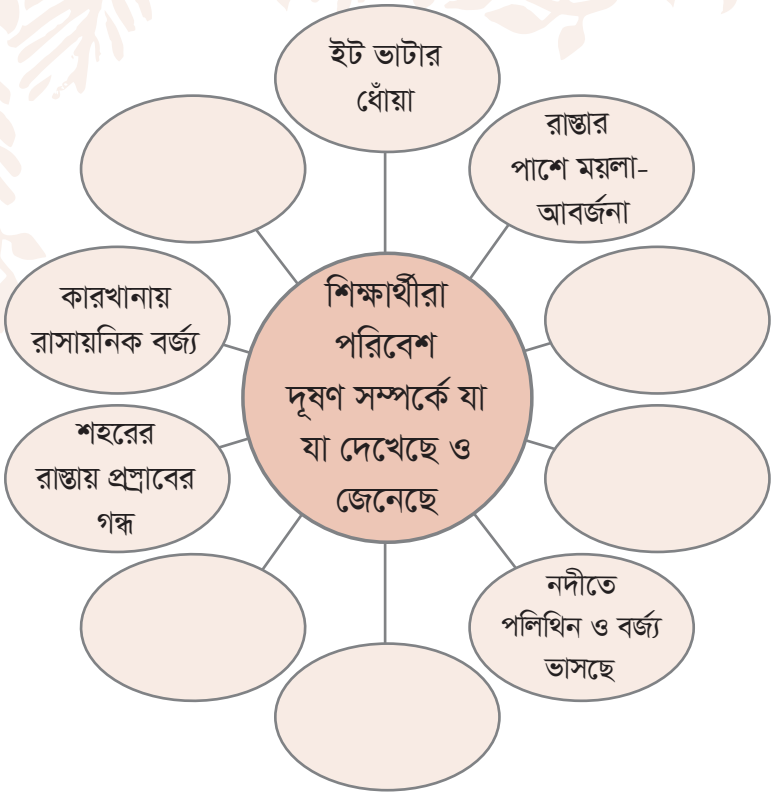

বিশেষ নির্দেশনা:
যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণারও ব্যবহার করতে হবে। প্রশ্ন করা, কোন কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি উপস্থাপনের জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন মডেল ব্যবহার করবেন।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের পরিবেশ বিভিন্নভাবে দূষিত হচ্ছে এবং এ দূষণের জন্য মানুষই দায়ী।

সতর্কতা

দলে আলোচনা করার সময় শৃংখলা বজায় রাখতে ও গোলমাল না করতে পরামর্শ দিবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ের পারদর্শিতার সূচক ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

সারসংক্ষেপ

শিক্ষক আজকের পাঠের বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ বলবেন। আজ আমরা জানলাম হাট-বাজারে, রাস্তায় ময়লা আবর্জনা পড়ে আছে, পঁচা-বর্জ্য নদীতে মিশছে, কারখানা ও ইটভাটার ধোঁয়া বাতাসে মিশছে, নদীতে চিপস্ এর খোসা, প্লাস্টিকের জিনিস ভাসছে। এভাবে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে আর এর জন্য আমরাই যে দায়ী তা বুঝতে পেরেছি। তাই এখন থেকে আমরা সকলে পরিবেশ দূষণ হয় এমন কাজ থেকে বিরত থাকবো এবং অন্যকে একইভাবে দায়িত্বশীল হতে উৎসাহ দিবো। পরবর্তী পাঠে আমরা "পরিবেশ দূষণের কারণ" জানতে পারবো ।

পাঠের সমাপ্তি

সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে শিক্ষক আজকের পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠঃ ২

শিখনফল : ৫.১.২ ঈশ্বর সৃষ্ট পরিবেশ কীভাবে দূষিত হচ্ছে তা চিহ্নিত করতে পারবে।

পাঠের শিরোনাম : পরিবেশ দূষণের কারণ

শিখন-শেখানো উপকরণ : বায়ুমন্ডল দূষণের একটি চিত্র/ ভিডিও ক্লিপ/পোস্টার/জীর্ণ ও দূগন্ধময় তুরাগ/বুড়িগঙ্গা নদীর ছবি।

বিষয়বস্তু

ঈশ্বর অনেক সুন্দর করে প্রকৃতি ও পরিবেশকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে দায়িত্ব দিয়েছেন যেন এই পরিবেশকে যত্ন করে ও সুরক্ষা করে। মানুষ দায়িত্বহীন আচরণ করে পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে

যার জন্য এর সৌন্দর্য হারিয়ে যাচ্ছে। মানুষ অসচেতন ভাবে খালপাড়ে খোলা পায়খানা বানায়, যেখানে সেখানে কফ-থুথু ফেলে, ফল মূলের খোসা ছড়ায়, নালায় ও নদীতে পলিথিন ব্যাগ ফেলে। ছোট ছেলেমেয়েরাও অনেক সময় বাদামের খোসা, চিপসের প্যাকেট, খাবারের খালি প্যাকেট যেখানে সেখানে ফেলে। জবাই করা পশুর বর্জ ও মৃত পশুপাখি বা রান্নার অবশিষ্টাংশ অপরিকল্পিতভাবে ফেললেও পরিবেশ দূষণ হয়। কেউ কেউ আবার জোরে জোরে মাইক বাজিয়ে, সিডি প্লেয়ার বা টিভিতে গান শুনে। অনেকে জোরে হর্ণ বাজিয়ে গাড়ী চালায়। এতে শব্দ দূষণ হয়। ইটভাটার ধোঁয়া বায়ু দূষণ করে। কলকারখানার রাসায়নিক পদার্থ আর ধোঁয়াতে জল ও বাতাস বিষাক্ত হয়। এছাড়া গাছপালা ও বন উজাড় করে আসবাবপত্র, বসতবাড়ী ও ফসল ফলানোর জমি তৈরী করে। এতে বাতাসে অক্সিজেনের পরিমান কমে যায়, যে অক্সিজেন মানুষ ও প্রানিকুলকে বাঁচিয়ে রাখে। এভাবে পরিবেশের উপর অপরিকল্পিত ও আগ্রাসী আচরণের ফলে জল, স্থল ও বাতাস দূষণ হয়। ফলে নতুন নতুন রোগজীবাণু সৃষ্টি হয়, মানুষ ও অন্যান্য প্রানি কঠিন রোগে ভোগে, এমনকি মারাও যায়।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- আজকের পাঠের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য একটি কারখানার ইটভাটার কালো ধোঁয়া বের হচ্ছে এবং আশেপাশের প্রকৃতি হলুদ বর্ণ হয়ে গেছে একটি ছবি দেখিয়ে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন।
  ১. ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছো?
  ২. ইটভাটা থেকে কী বের হচ্ছে?
  ৩. এটি বাতাসকে কী করছে?
  ৪. আশেপাশের মাঠে কেন ফসল হয় না, গাছে কেন ফল ধরে না?
  ৫. তোমরা কী কয়লা ও কাঠ পোড়ানোর ধোঁয়া বাতাসে মিশতে দেখেছো?
  ৬. এসবের ফলে কী হয়?
- শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে উত্তর পাবার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবেন। দুই তিন জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। উত্তর ভুল হলেও তা গ্রহণ করে সঠিক উত্তর দিতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের অধ্যায় ও পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখে দিবেন।
- শিক্ষক বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি "পরিবেশ দূষণের কারণ কী" লিখবেন। শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তরের আলোকে আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন।

উপস্থাপন ও আলোচনা

দলীয় কাজ: শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে কয়েকটি দলে ভাগ করবেন। একটি দলকে নদী/খাল/বিলের পানি কী কী কারণে দুষিত হচ্ছে তার একটি তালিকা করতে বলবেন। অন্য দলকে বাতাস কী কী কারণে দুষিত হচ্ছে তার কারণগুলোর একটি তালিকা তৈরি করতে বলবেন। দলে আলোচনার জন্য ১০/১৫ মিনিট সময় দিবেন। শিক্ষার্থীরা দলগত কাজ করার সময় যেন বেশী জোরে জোরে কথা না বলে বরং মনোযোগ সহকারে চিন্তা করে তালিকাটি প্রস্তুত করে সে বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা দিবেন। দলগত কাজে সকল শিক্ষার্থী সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে কী না শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। তালিকা শেষ হলে প্রত্যেক দল থেকে এক জন করে সামনে এনে তাদের তালিকাটি পড়তে বলবেন। দলগত কাজ উপস্থাপন শেষ হলে সবাইকে হাত তালি দিয়ে উৎসাহ দিতে বলবেন।

সতর্কতা

দলে আলোচনা করার সময় শৃংখলা বজায় রাখতে ও গোলমাল না করতে পরামর্শ ও উৎসাহ দিবেন।

- দলগত কাজ উপস্থাপন শেষ হলে শিক্ষক পরিবেশ দূষণের কারণসমূহ প্রদর্শিত মাইন্ড ম্যাপিং অনুসারে পোস্টার পেপারে/বোর্ডে দেখিয়ে দিবেন।

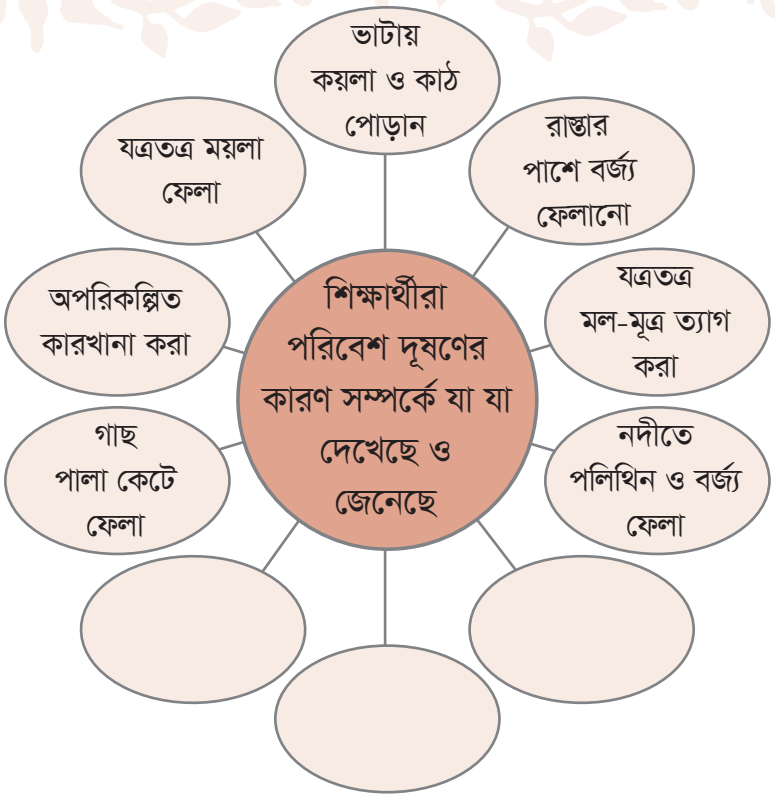

বিশেষ নির্দেশনা:
যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণারও ব্যবহার করতে হবে। প্রশ্ন করা, কোন কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি উপস্থাপনের জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন মডেল ব্যবহার করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

- শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ের পারদর্শিতার সূচক ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

সারসংক্ষেপ

শিক্ষক আজকের পাঠের সারসংক্ষেপ বলবেন। আজ আমরা জানলাম শ্রেণিকক্ষে ও শ্রেণিকক্ষের বাইরে কীভাবে ময়লা আবর্জনা, পঁচা-বর্জ্য, কারখানা ও ইটভাটার ধোঁয়া পরিবেশ দূষিত করছে। অপ্রয়োজনে গাছ-পালা কেটে ফেলার ফলে অক্সিজেনের অভাব ঘটছে। এর ফলে বোঝা যাচ্ছে পরিবেশ দূষণের জন্য আমরাই দায়ী। পরবর্তী পাঠে আমরা "পরিবেশ সুন্দর রাখার উপায়" সম্পর্কে জানতে পারবো।

পাঠের সমাপ্তি

সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে শিক্ষক আজকের পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পাঠঃ ৩

শিখনফল : ৫.১.৩ ঈশ্বর সৃষ্ট পরিবেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে পারবে।

পাঠের শিরোনাম : পরিবেশ সুন্দর রাখার উপায়।

শিক্ষণ পদ্ধতি/কৌশল : আলোচনা, ব্রেইন স্টর্মিং, একক/জোড়ায় কাজ, গল্পবলা, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো উপকরণ

১. পরিচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠানের ছবি/ভিডিও ক্লিপ/পোস্টার।

২. পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার উপায় সম্বলিত একটি চার্ট/পোস্টার।

বিষয়বস্তু

ঈশ্বর বৃষ্টি বর্ষণ করে পৃথিবীর মাটি উর্বর রাখেন। ঈশ্বর নরম ও উর্বর মাটিতে মানুষের জন্য ফসল জন্মাতে সাহায্য করেন। তিনি নতুন গজানো চারাগুলোকে আশীর্বাদ করেন। পাহাড়গুলোকে তিনি অনুপম সৌন্দর্যে ঢেকে দেন। সমস্ত প্রকৃতিতে ঈশ্বর তাঁর আশীর্বাদ দান করেছেন। তিনি চান যে, মানুষ যেন পৃথিবীর কোনো কিছু অশুচি না করে, অযথা গাছ ও পাহাড় কেটে, নদীতে ময়লা-আবর্জনা ফেলে, কয়লা ও তেল পুড়িয়ে এবং ফসলের জমিতে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহার করে। মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্টি সুন্দর পৃথিবীকে দূষিত করছে। আমরা ঈশ্বরের নির্দেশ মেনে চলবো এবং আমাদের বাসভূমি পৃথিবীকে দূষণমুক্ত রাখতে কাজ করবো।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। তিনি বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও পাঠের শিরোনাম লিখবেন। এরপর পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য একটি সুন্দর পরিবেশের ছবি দেখিয়ে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন।

১. ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছো?

২. স্কুলে আসার পথে এ ধরনের আর কী কী দেখেছো?

৩. তোমার বাড়ির পরিবেশ কেমন?

৪. পরিবেশ কারা সুন্দর রাখে?

উত্তর পাবার জন্য একটু অপেক্ষা করবেন ও দুই তিন জন শিক্ষার্থীর উত্তর শুনবেন। উত্তর ভুল হলেও তা গ্রহণ করবেন। উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন। উত্তরের আলোকে তিনি বোর্ডে অধ্যায়ের নাম ও পাঠের শিরোনাম লিখবেন। পাঠের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন। পরিবেশ সুন্দর রাখার উপায় কী তা সহজ করে বুঝানোর জন্য তিনি নিচের গল্পটি বলতে পারেন-

প্যাট্রিক ৮ম শ্রেণীর ছাত্র। এবারই সে একটি মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছে। স্কুলের প্রথম দিন থেকেই স্কুলের পরিবেশ তার খুব পছন্দ হয়েছে। স্কুলটি যদিও তত বড় বা নামী দামী নয় কিন্তু এর সুন্দর, সুষ্ঠু এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশে প্যাট্রিক মুগ্ধ। স্কুলটিতে রয়েছে ছোট একটি মাঠ, একটি ছোটখাট ফুলের বাগান। প্রতিটি শ্রেণিকক্ষ সাজানো গোছানো। কেউ ময়লা আবর্জনা বা কাগজের টুকরো এদিক সেদিক ফেলে না। ময়লা ডাস্টবিনে ফেলে। একদিন প্যাট্রিক অনিচ্ছাকৃতভাবেই টিফিনের সময় কলার খোসাটি মাঠে ফেলে। তার বন্ধু এটা দেখে কাউকে কিছু না বলে কলার খোসাটি তুলে ডাস্টবিনে ফেলে। প্যাট্রিক তা দেখে খুবই লজ্জিত হয়। এরপর সে আর কোনদিন এ ধরনের কাজ করেনি। সে বুঝতে পারে ঈশ্বর সৃষ্ট এই পরিবেশ সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন রাখতে হলে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সে তার বাড়িতে সব কিছু গুছিয়ে সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন একটি পরিবেশ তৈরি করতে সচেষ্ট হয়। কিছুদিনের মধ্যেই প্যাট্রিকের বাড়িটি একটি গোছানো পরিপাটি ও পরিচ্ছন্ন বাড়িতে পরিণত হয়। পরিবারের সবাই মিলে একসাথে প্রার্থনা করে, এক সাথে খাওয়া দাওয়া করে এবং টেবিল পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। সবাই যার যার কাজ সুন্দর ও ঠিক মত করে। সবাই একসাথে আনন্দও করে। প্যাট্রিক বুঝতে পারে তার প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে।

এবার শিক্ষক বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্নটি "আমাদের পরিবেশ সুন্দর রাখার উপায়গুলো কী" লিখবেন।

দলগত কাজ

শিক্ষার্থীদের ৫মিনিটের জন্য বাইরের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করতে দিবেন। তারা কী কী লক্ষ্য করবে তার পরিস্কার নির্দেশনা দিবেন। তারা যেন শৃঙ্খলার সাথে সবকিছু লক্ষ্য করে এবং মনে রাখতে পারে। এবার শিক্ষার্থীদেরকে ৪/৫টি দলে ভাগ করবেন। বাইরে থেকে ফিরে আসলে তারা যা যা দেখেছে তা দলে আলোচনা করবে এবং একটি করে তালিকা তৈরি করবে।

সতর্কতা

বাইরের পরিবেশ পর্যবেক্ষনের সময় শিক্ষার্থী সবকিছু যেন যত্নসহকারে দেখে এবং মনে রাখে সে বিষয়ে শিক্ষক উৎসাহিত করবেন।

উপস্থাপন ও আলোচনা

শিক্ষক প্রশ্ন করবেন: তোমরা শ্রেণিকক্ষের বাইরে কী কী দেখেছো?

মাইন্ড ম্যাপিং করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেয়া উত্তর উপস্থাপন করবেন।

বিশেষ নির্দেশনা:
যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা/ভুল ধারণারও ব্যবহার করতে হবে। প্রশ্ন করা, কোন কিছু সংযোজন করা, যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি উপস্থাপনের জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন মডেল ব্যবহার করবেন।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের পরিবেশ সুন্দর রাখার জন্য আমাদের ভুমিকা আছে।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

- শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ের পারদর্শিতার সূচক ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

সারসংক্ষেপ

শ্রেনিকক্ষের বাইরে আমরা অনেক কিছু দেখেছি। যেমন মালী ফুলগাছ লাগাচ্ছে, সবুজ গাছ-পালা, নীল আকাশ, শিশুরা মাঠ পরিস্কার করছে, ময়লাগুলো ডাস্টবিনে রাখা ইত্যাদি। পরিবেশ সুন্দর রাখার জন্য আমরাই যে ভূমিকা রাখতে পারি। পরবর্তী শ্রেণিতে আমরা এ সম্পর্কে আরও অনেক বিষয় জানতে পারবো।

পাঠের সমাপ্তি

সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে শিক্ষক আজকের পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পারদর্শিতার সূচক

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার সূচক (PI) নম্বর	পারদর্শিতার নির্দেশক	পারদর্শিতার মাত্রা		
			ভালো	খুব ভালো	উত্তম
৫.১ ঈশ্বর-সৃষ্ট সুন্দর পরিবেশ দূষিত হওয়ার কারণ জেনে তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষার দায়িত্ব নিতে পারা।	০৮.০২.০৫.০১	ঈশ্বর-সৃষ্ট সুন্দর পরিবেশ দূষিত হওয়ার কারণ চিহ্নিত করে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন ও দূষণ মুক্ত রাখতে পারছে।	ঈশ্বর-সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ কী এবং তার কারণ বলতে পেরেছে।	ঈশ্বর-সৃষ্ট পরিবেশ দূষণের কারণ জেনে তার প্রতিকারের জন্য নিজ পরিবেশ সুন্দর রাখতে অনুপ্রাণিত হয়েছে।	ঈশ্বর-সৃষ্ট পরিবেশ সুন্দর রাখতে বিভিন্ন কাজে নিজে অংশগ্রহণ করেছে এবং অন্যদেরও এই কাজে উৎসাহিত করতে পেরেছে।

সমাপ্ত